খোদার কসম

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এর
রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত

সংকলন
বশীরুদ্দীন আলাহ দ্বীন

"স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারীদের অজস্র নিদর্শনাবলীর প্রয়োজন হয় না
কেবল একটি নিদর্শনই যথেষ্ট, যদি অন্তরে খোদাভীতি থাকে।"
-প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)

খোদার কসম

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) এর রচনাবলী থেকে উদ্ধৃত

সংকলন
বশীরুদ্দীন আলাহ্ দ্বীন

মুদ্রণে
ফজলে ওমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান

মুখবন্ধ

আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ হজরত মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ) তাঁর দাবীর সত্যায়নে বিভিন্ন পুস্তক ও রচনাবলীতে যে সমস্ত জায়গায় আল্লাহতা'লার কসম খেয়েছেন, জামাত আহ্মদীয়া সেকেন্দ্রাবাদ এর সেক্রেটারী তবলীগ ও তরবিয়ত জনাব বশীরুদ্দিন আলাহ্দ্বীন সাহেব তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেগুলিকে খোদাভীরু মানুষদের উদ্দেশ্যে একত্রীতকরণ করে **'খোদা কি কসম'** নামে উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেছেন, যাতে তারা সহজেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেন।

যেহেতু ইসলাম সর্বজনীন ধর্ম, তাই আপামর জনসাধারণের নিকট ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে আমরা বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এই পুস্তিকাটি **'খোদার কসম'** নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করছি। বাঙালী ভাই ও বোনেরা যেন এই পুস্তিকা পাঠে আগ্রহী হয়ে হজরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) এর সত্যতা সহজে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। আল্লাহতা'লা তাদেরকে এমনই তৌফিক দিন।

পুস্তকটি অক্ষর বিন্যাস করেছেন কাজী আয়াজ মহম্মদ সাহেব মোয়াল্লিম সিলসিলা, প্রুফ রিডিং করেছেন খাকসার এবং সহযোগীতায় মির্যা সফিউল আলম।

নাজারাত নশর ও এশাআ'ত এর অনুমতিক্রমে এবং রাশেদ আলাহ্ দ্বীন সাহেবের সহযোগীতায় পুস্তকটি বাংলা ভাষায় প্রকাশে যারা বিভিন্ন ভাবে ভূমিকা পালন করেছেন আল্লাহতা'লা তাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

এপ্রিল, ২০১৬ **সেখ মোহাম্মদ আলী**

সদর, এশাআ'ত কমিটি, পশ্চিম বঙ্গ

অনুরোধ

আলহামদুলিল্লাহ, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহতা'লার নামে যে সমস্ত কসম খেয়েছেন এই অধম সেই কসম গুলিকে একত্রিত করে প্রকাশ করছে যাতে আল্লাহ ভীরু মানুষ সেগুলি পড়ে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতাকে যাচাই করতে পারে। এই অধম, ডঃ মোহাম্মদ হোসেন সাহেব সাজিদ এবং রাশেদ মোহাম্মদ আলাহদ্দীন সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে, যাদের সহযোগীতায় আল্লাহতা'লার কৃপায় এই পুস্তকটি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। (আল্লাহতা'লা তাদের উত্তম প্রতিফল দান করুন) কিন্তু দুঃখের বিষয় এই পুস্তকটি প্রকাশের পূর্বে ডঃ মহম্মদ হোসেন সাহেব সাজিদ ২৫শে মে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউ'ন) আল্লাহতা'লা তার সাথে ক্ষমার অচরণ করুন এবং উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন আর হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর নৈকট্য প্রদান করুন (আমীন) আল্লাহতা'লা তাঁর স্ত্রী সিদ্দিকা বেগম (শেঠ আলি মোহাম্মদ আলাহদ্দীন সাহেবের কন্যা) এবং তার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে সুরক্ষা প্রদান করুন (আমীন)।

ডঃ সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী আমি এই পুস্তকটি মরহুম ডঃ খলিল আহমদ নাসির সাহেবের নামে উৎসর্গ করছি। এই অধম তার সাথে ছাত্র জীবন থেকে পরিচিত। তিনি খুবই পুণ্যবান এবং ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। আল্লাহতা'লা এই দুই মরহুমকে ক্ষমা করুন এবং উচ্চ মর্যাদা প্রদান করুন। (আমীন)

অবশেষে সকলের কাছে আমার জন্য দোয়ার অনুরোধ রইল যে, আল্লাহতা'লা যেন এই অধমের সামান্য প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করেন এবং দ্বীনের অধিক সেবা করার সৌভাগ্য প্রদান করেন। (আমীন)

এই অধম, নাজির সাহেব দাওয়াত ইলাল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে যিনি এই পুস্তকটির ভূমিকা রচনায় এবং নাম নির্ধারনে সাহায্য করেছেন এবং প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। আল্লাহতা'লা তাঁকে এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। (আমীন)

দোয়া প্রার্থী
বশীরুদ্দিন আলাহ্ দ্বীন
সেক্রেটারী তবলীগ ও তরবিয়ত
জামাত আহমদীয়া সেকেন্দ্রাবাদ
৩০শে নভেম্বর ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দ

ভূমিকা

মুসলমানদের সর্ব সম্মত ধারণা যে, শেষ যুগে হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আকাশ থেকে সশরীরে অবতীর্ণ হবেন এবং উম্মতে মহম্মদীয়াতে হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হবেন, আর এই দুজন মিলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করবেন। সুতরাং শেষযুগে মুসলিম সমাজ দুই জন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির অপেক্ষা করছে। কিন্তু কোরআন মজীদ ও সহী হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, হজরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) رَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ (আলইমরান) অর্থাৎ বণী ইসরাঈলের একজন নবী ছিলেন। তিনি দুই হাজার বৎসর পূর্বে সমস্ত নবীদের ন্যায় মৃত্যু বরণ করেছেন। না তিনি সশরীরে আকাশে গিয়েছেন আর না তিনি জীবিত আছেন। আর না তিনি পার্থিব শরীর নিয়ে এই যুগে আগমণ করবেন। বরং হাদীস থেকে প্রমাণিত ইসলাম ধর্মের সংস্কারের জন্য এবং উম্মতে মহম্মদীয়ার সংশোধনের জন্য এই উম্মত থেকে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হবে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় “ইমাম মাহদী” বলা হয়েছে। তিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকে হজরত মসীহ ইবনে মরিয়মের ন্যায় হবেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে,

(ক) وَلَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

(‘ইবনে মাজা’, কিতাবুল ফিতন বাব শিদ্দাতুয্ যামান)

(খ) يُوشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ أَنْ يَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِمَامًا مَهْدِيًّا حَكَمًا وَعَدْلًا

(‘মসনদ আহমদ বিন হাম্বল’, কিতাব বাকী মসনদুল মুকাসিরীন)

(গ) كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

(‘সহীহ বুখারী’, কিতাব আহাদীসুল আম্বিয়া, বাব- নুযুল ঈসা ইবনে মরিয়ম)

অর্থাৎ ঈসা ইবনে মরিয়মই ইমাম মাহদী ও ন্যায় বিচারক হবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্য থেকেই হবেন। (অর্থাৎ উম্মতে মহম্মদীয়ার মধ্য থেকে হবেন।)

উপরোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, আগমন কারী প্রতিশ্রুত সত্ত্বা একই ব্যক্তি হবেন। তিনি একাধারে ইমাম মাহদী এবং অপরদিকে তিনিই ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ হবেন। কেননা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হজরত

ঈসা ইবনে মরিয়ম বণী ইসরাঈলের রসূল ছিলেন, যিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁর পুনরায় পৃথিবীতে আগমনের প্রশ্নই ওঠে না।

২- পৃথিবীতে আল্লাহ প্রেরিত কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সত্যতার জন্য বিভিন্ন দলিল ও প্রমাণাদি থাকে। তন্মধ্যে একটি হল এই যে, দাবীকারক পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌তা'লাকে সাক্ষী রেখে নিজের দাবীকে উপস্থাপন করে থাকেন। কেননা আল্লাহ্‌তা'লা সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীকে ভালোভাবে জানেন। খোদা বর্ণিত আয়াত قَدْ خَابَ مَنِ افْتَرٰى (সূরা ত্বহা : ৬২) অনুযায়ী মিথ্যাবাদী কখনও আল্লাহতা'লার সাহায্য পায় না। বরং আয়াত-

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝

(সূরা আল হাক্কা : ৪৫-৪৭)

অনুসারে শুধু অসফল এবং আল্লাহতা'লার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে না বরং আল্লাহতা'লার নিকট শাস্তির পাত্র বলে গণ্য হবে।

৩- হাদীসে বর্ণিত যে, একবার এক ব্যক্তি মদিনাতে আসেন এবং সাহাবাদের মজলিসে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে বলেন, আপনি আপনার নবুয়তের দাবীর উপর আল্লাহতা'লার কসম খান। যখন হুজুর (সাঃ) তার সামনে নবুয়তের দাবীর উপর কসম খেলেন, তখন সেই ব্যক্তি শুধু কসম শ্রবণ করে হজরত মহম্মদ(সাঃ) এর উপর ঈমান আনে। সুতরাং বুখারী শরীফের হাদীস অনুবাদ সহ নিম্নে দেওয়া হল :-

عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ
فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا
هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
أَجَبْتُكَ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ فَلَا تَجِدْ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ
فَقَالَ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَقَالَ أَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ آللّٰهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ فَقَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ
قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ
آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ قَالَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ قَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ آللّٰهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ
الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ آمَنْتُ
بِمَا جِئْتَ بِهِ وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব- মা যায়া ফিল ইল্‌মে ওয়া কওলিহি তা'লা যয়া কুর্‌রব্বি যিদ্‌নী ইলমাল কুরা)

অনুবাদ : আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে একদিন আমরা নবী করীম (সাঃ) এর সাথে মসজিদে বসে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি উটে আরহণ করে আসে। অতঃপর উটটিকে মসজিদের আঙ্গিনায় বেঁধে দিয়ে আমাদের দিকে লক্ষ্য করে বলল তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ কে? নবী করীম (সাঃ) আমাদের মাঝে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন আমরা উত্তর দিলাম যিনি ঠেস দিয়ে বসে আছেন তিনি। অতঃপর সে্ই ব্যক্তি বলল হে আব্দুল মোত্তালিবের ছেলে! নবী করীম (সাঃ) বললেন, বল ? আমি উত্তর দিব। তখন সেই ব্যক্তি বলল, আমি আপনার কাছে কিছু বিষয়ে জানতে চাই। আমার প্রশ্নের মধ্যে কর্কশ ভাব থাকবে আপনি রাগান্বিত হবেন না। হুজুর (সাঃ) বললেন, তুমি তোমার বিবেক অনুযায়ী জিজ্ঞেস কর! তখন সে বলল যে, আমি আপনাকে আপনার বিধাতা এবং পূর্বের মানব জাতি সমূহের বিধাতার কসম দিচ্ছি। সত্য বলবেন, আল্লাহতা'লা কি আপনাকে সমস্ত মানব জাতিকে পয়গাম দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন ? হুজুর উত্তর দিলেন, আল্লাহতা'লা সব কিছু জানেন (হ্যাঁ, এটি সত্য) । অতঃপর সেই ব্যক্তিটি জিজ্ঞেস করল যে, আমি আপনাকে আল্লাহতা'লার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহতা'লা কি আপনাকে দিন রাতে পাঁচবার নামায পড়ার আদেশ দিয়েছে? হুজুর (সাঃ) উত্তর দিলেন, আল্লাহতা'লা সব কিছু জানেন। (হ্যাঁ, এটি সত্য)। অতঃপর সে বলল আমি আপনাকে আল্লাহতা'লার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আল্লাহতা'লা কি আপনাকে ধনী মানুষদের থেকে ধন নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করার আদেশ দিয়েছে? হুজুর (সাঃ) উত্তর দিলেন, আল্লাহতা'লা সব কিছু জানেন। (হ্যাঁ, এটি সত্য) । তখন সেই ব্যক্তি বলল আল্লাহতা'লার নিকট থেকে যে সকল আদেশ আপনি নিয়ে এসেছেন তার উপর আমি ঈমান আনলাম এবং আমার জাতি, যারা এখানে আসেনি, আমি বণী সাদ বিন বকরের ভাইদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সালবার ছেলে 'যাম্মাম' তাদের জন্য এই সু-সংবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি।

অপর একটি হাদীসে মিথ্যা কসম খাওয়ার প্রতিফল সম্পর্কে বলা হয়েছে -

اَلْيَمِيْنُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ (মসনদ শিহাব, বাব- ইয়ামিন) মিথ্যা কসম, অঞ্চল সমূহকে ধ্বংস করে দেয়, অর্থাৎ মিথ্যা শপথকারী শুধু আল্লাহতা'লার আশিস থেকে বঞ্চিত'ই হয় না, আল্লাহতা'লা তাকে তার মিথ্যা শপথের শাস্তি ও দিয়ে

থাকে।

৪- আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আঃ) ১৪ শতাব্দি হিজরীতে নবুয়তের দাবী করে ঘোষণা করেন যে,

(ক) আল্লাহতা'লা পবিত্র ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি আমাকে মসীহ মাওউদ রূপে পাঠিয়েছেন, আর আমি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন মতান্তরের মীমাংসাকারী। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার নাম মসীহ্‌ ও মাহদী রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহতা'লা স্বয়ং বর্তমান যুগের প্রয়োজন অনুযায়ীও আমার নাম মসীহ্‌ ও মাহদী রেখেছেন। মোট কথা আমার "মসীহ্‌ ও মাহদী " নামের মধ্যে একাধিক স্বাক্ষী রয়েছে। আমার প্রভু যিনি স্বর্গ ও মর্তের মালিক, আমি তাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং সে তার বিভিন্ন নিদর্শনাবলী প্রদর্শনের মাধ্যমে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিতে থাকেন।

('রুহানী খাজায়েন' খণ্ড ১৭, পৃ: ৩৪৫, 'প্রথম আরবাঈন' পৃষ্ঠা : ৩)

(খ) বেরেলীর এক ব্যক্তি হজরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের নিকট চিঠি লিখে এই কথা প্রকাশ করেন , যদি আপনি মসীহ মাওউদ হয়ে থাকেন, যার সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, তাহলে আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে উত্তর লিখুন। অতঃপর আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে নিম্ন লিখিত উত্তর লেখেন-

"আমি পূর্বেও আমার দাবী সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে কসম খেয়ে জনসমাগমে প্রকাশ করেছি, আর এখন এই পুস্তকে আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে লিখছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি সেই মসীহ মাওউদ, যার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সহীহ বুখারী ও মুসলীম এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

وَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا

লেখক মির্যা গোলাম আহমদ ১৭ই আগষ্ট ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

('রুহানী খাযাইন' ২য় খণ্ড, 'মালফুযাত' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২৬-২৭)

হজরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) তাঁর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে এবং লেখনীতে যে সমস্ত জায়গায় আল্লাহতা'লার কসম খেয়েছেন, সেগুলিকে জনাব বশীরুদ্দিন আলাহদ্দীন সাহেব (সেক্রেটারী

তবলীগ, জামাত আহমদীয়া সেকেন্দ্রাবাদ) এই পুস্তকটি এই উদ্দেশ্যে একত্রিত করেছে, যাতে শুভ্র চিত্তের মনুষ্যগণ হজরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের দাবী সম্পর্কে সঠিক বুঝতে পারে। আর অপর দিকে আল্লাহতা'লার কার্য প্রণালীর মাধ্যমে হজরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর জামাতের উন্নতি দেখে তাঁর দাবীকে মানার সৌভাগ্য পায়, ইসলাম ধর্মের সেবা এবং প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব অর্জন করে। দোয়া করি আল্লাহতা'লা জনাব বশীরুদ্দিন আলাহদ্বীন সাহেবের এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করে নেক প্রতিফল প্রদান করুন। (আমীন)

শরীফ আহমদ আমিনী
এ্যাডিশনাল নাযির দাওয়াত ও তবলীগ কাদিয়ান

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم   و علی عبدہ المسیح الموعود

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند

ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے

আসেনি কেহ পরীক্ষার তরে॥

আহ্বান ছিল প্রত্যেক বিরোধীকে সম্মুখিনতারে॥

(দূর্‌রে সামীন)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমামের পক্ষ হতে সমস্ত আলেম সম্প্রদায়কে কসম খাওয়ার -

চ্যালেঞ্জ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সম্পর্কে তথাকথিত ধর্মজ্ঞানীরা যে সমস্ত অবৈধ ও ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহ মুসলমানদের মধ্যে ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে, তার সমাধানের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম ৬ই মার্চ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের খুতবা জুম্মাতে বলেন ঃ-

হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ) আহমদীয়া জামাতকে কি উপদেশ দিয়েছেন? তাঁর ধর্ম কি ছিল? কলেমা কি ছিল? তা তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেছেন ঃ-

“আমরা মুসলমান, সেই আল্লাহ’র উপর ঈমান রাখি, যার কোন অংশীদার নেই।” হ্যাঁ আলেম সম্প্রদায় এই কথা বলে থাকে যে, **শরিয়ত** বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এখন জামাত আহমদীয়ার নিকট মির্যা সাহেবের বাণীই নতুন শরীয়ত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই সমস্ত মিথ্যা প্রচারকারীদের মনে বিন্দু মাত্রও আল্লাহ’র ভয়

নেই। কেমন করে এমন নির্ভীক হয়ে এতো বড় মিথ্যা কথা বলে থাকে? যদি তাদের কথাই সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) যে নতুন ধর্ম আমাদেরকে শিখিয়েছেন, সেই নতুন ধর্ম সম্পর্কে আপনারাও শুনুন এবং নিরপেক্ষ হয়ে এক জায়গায় দাঁড়ান। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলি শোনার পরও যদি পূর্বের ন্যায় ব্যবহার অব্যাহত থাকে তাহলে সেটা আল্লাহ ভীরুদের কার্য হবে না। আমাদেরকে নতুন শরীয়ত মানার যে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, সেই নতুন শরীয়ত সম্পর্কে শুনুন:-

"আমরা মুসলমান, সেই আল্লাহ'র প্রতি ঈমান রাখি যার কোন অংশীদার নেই, কলেমা **লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**'র প্রতি বিশ্বাসী, তার রসূল মোহাম্মাদ(সাঃ) কে সর্ব শেষ নবী রূপে মানি। ফেরেশতা, পুনরুত্থান এবং স্বর্গ-নরকের উপর ঈমান রাখি। আমরা **কিব্লার** দিকে মুখ করে নামায পড়ি, রোযা রাখি এবং যা কিছু আল্লাহ ও তার রসূল হারাম করেছেন, সেগুলিকে হারাম বলে মানি। আর আমরা শরিয়তে বিন্দু মাত্রও সংযোজন করি না ও বিয়োজন করি না, যা কিছু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আমাদের কাছে পৌঁছেছে, সেগুলিকে আমরা গ্রহণ করে থাকি, আমরা তার বাণীর ভেদ ও তাৎপর্যকে সঠিক ভাবে বুঝতে পারি বা না-ই পারি। আল্লাহতা'লার অশেষ কৃপায় আমরা একত্ববাদে বিশ্বাসী মো'মিন ও মুসলমান।"

('নুরুল হক' প্রথম ভাগ, 'রুহানী খাযাইন' অষ্টম খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ৭-৮)

যদি ধর্মজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আহমদীদের শরীয়ত এটাই হয়ে থাকে, তাহলে হযরত মির্জা মসীহ মাওউদ (আঃ) এর বর্ণনা অনুযায়ী এটাই আমাদের শরীয়ত। কিন্তু মিথ্যা প্রচার কারীরা কখনো এক বাক্যের উপর অটল থাকে না। তারা প্রতি মুহূর্তে বাক্য পরিবর্তন করতে থাকে। এক বাক্যের উপর স্থির থেকে অঙ্গীকার করুক যে, তারা সেই বাক্যের উপর অটল থাকবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আরেক জায়গায় বলেন :-

"আমি সত্য বলছি, আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার জামাত মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং কোর'আন করিমের উপর তেমনি ভাবে ঈমান রাখে, যেমন একজন সত্য মুসলমানের ঈমান হওয়া উচিত।"

('লেকচার লুধিয়ানা', 'রুহানী খাযাইন' খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা নং ২৬০)

এখন প্রশ্ন হলো যদি এই রকম ভাবে অপবাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে, আর যদি জামাত সম্পর্কে বানানো গল্প প্রচার করা হয় এবং আহ্‌মদীয়া জামাতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আমাদেরকে অপবাদ গুলির উত্তর দেওয়ার অনুমতি না দেওয়া হয় এমতাবস্থায় নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমে উত্তর দিতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখা দরকার সেই মুহূর্তে অনেক বাধা বিপত্তির সম্মুখিন হতে হবে এবং যে ভাবে জামাতের বিরুদ্ধে আজগুবি গল্প এবং মিথ্যা প্রচার চলছে, এ স্বল্প ব্যবস্থায় জামাতের পক্ষ থেকে প্রত্যেক স্থানে উত্তর পত্র পৌঁছানো অসম্ভব। তাহলে এর সমাধান কি? একটি'ই সমাধান, আমি আহ্‌মদী জামাতের পক্ষ থেকে পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশের সমস্ত ধর্মজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যেভাবে আল্লাহতা'লার পবিত্র নামের কসম খেয়ে ঘোষণা করেছেন যে, সমস্ত মুসলমানদের কলেমার ন্যায় আমার কলেমাও এক এবং অভিন্ন। আমার রসূল মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি সেই সমস্ত বাক্যের উপর ঈমান রাখি, যে সমস্ত বাক্যের উপর ঈমান এনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা হয়। তিনি (সাঃ) যেভাবে দৃঢ়তার সাথে কসম খেয়েছেন এবং মিথ্যাবাদীদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন, পাকিস্তানের ধর্মজ্ঞানীরা যদি সঠিক পথ অবলম্বন করে থাকে তাহলে, সমস্ত ধর্মজ্ঞানীরা মিলে ঠিক তেমনি ভাবে কসম খেয়ে পাকিস্তানে এই মর্মে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করুক যে, আমরা আল্লাহতা'লাকে দৃষ্ট ও অদৃষ্টের মালিক মনে করি, যার অভিশাপ মিথ্যাবাদীদের উপর পড়ে থাকে, হে খোদা! যদি আমরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের উপর অভিসম্পাত করো। আর আমাদেরকে ইহজগতে ও পরকালে লাঞ্ছিত করো এবং এই ঘোষণা করুক যে, আহ্‌মদীরা ভিন্ন কলেমার উপর বিশ্বাস রাখে। তারা যখন কলেমাতে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলে থাকে তখন তার মানে মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী হয়ে থাকে, তাদের আল্লাহ ও **শরিয়ত** ভিন্ন । হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে আহ্‌মদী জামাতের অনুসারীরা (নাঊযুবিল্লাহ) সমস্ত দিক থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম বলে মান্য করে।

সুতরাং যদি মিথ্যা অপবাদকারীদের মধ্যে ঈমানী উদ্দীপনা থাকে, তাহলে তারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মতো কসম খাক। তখন আল্লাহতা'লার নিয়তির পরিণতি দেখতে পাবে।

আমি অভিশাপ দিতে চাই না, কিন্তু অজ্ঞ এবং অত্যাচারীরা পুরো দমে অপপ্রচার করে মিথ্যা অপবাদের সীমা লঙ্ঘন করে চলেছে, তাই হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর এই চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করা ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায় নেই। যদি তোমরা আল্লাহ ভীরু ও সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর মত সাহস দেখাও। তিনি যেভাবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আল্লাহতা'লাকে দৃষ্ট ও অদৃষ্টের মালিক মনে করে কসম দিয়ে এই ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা সেভাবে জামাত আহ্‌মদীয়ার অনুসারীদের সম্পর্কে পাপী, লম্পট, ব্যাভিচারী এবং মোহাম্মদ (সাঃ) এর অবমাননাকারী, ইসলাম থেকে দূরে গিয়ে বাহাইদের মতো একটি নতুন ধর্ম বানিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি বলে থাকো। আর ওপর দিকে যে সমস্ত অপবাদ জামাত আহমদীয়ার উপর লাগানো হয়েছে, আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে সেগুলিকে প্রচার পত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হোক। তাহলে তোমরা আল্লাহতা'লার নিয়তির পরিণতি দেখতে পাবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন :-

"অবশেষে আমি মহা মহিমান্বিত আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে সাধারণ মানুষের সামনে এই কথা প্রকাশ করছি যে, আমি কাফির নই। **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ**'র এবং وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ (সূরা আহ্‌যাব : ৪১) এর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি যতগুলি আল্লাহতা'লার নাম রয়েছে, যতগুলি কোর'আন শরীফে বর্ণ রয়েছে, যতগুলি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী রয়েছে, ততো বার আমি আমার ঈমানের সত্যতার উপর কসম খেতে পারবো। আমার কোন বিশ্বাস আল্লাহতা'লা এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত বাণীর বিপরীত নয়। যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা রাখে, সে ভুল পথে রয়েছে। যে ব্যক্তি কখনো আমাকে কাফির মনে করে, মৃত্যুর পর অবশ্যই আল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা বাদ করবে"।

('কিরামাতুস সাদিক্বীন', 'রুহানী খাযাইন' সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৭)

উত্তরের মধ্যে যেমন দৃঢ়তা ও দীপ্ততা রয়েছে "মৃত্যুর পর তাদেরকে জিজ্ঞাসা বাদ করা হবে" এর মধ্যে তেমনি কোমলতাও রয়েছে। কিন্তু মানুষ এতো নির্ভীক হয়ে গিয়েছে যে, তাদের এই কথা বলা উচিত, যদি আমরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আমাদেরকে ইহকালে'ই শাস্তি দেওয়া হোক। তারা এমন ব্যক্তির ন্যায়

হয়ে গিয়েছে, একদা যারা বলত, আমার উপর স্বর্গ থেকে পাথর বর্ষণ করো এবং মর্ত্য থেকে ও পাথর বর্ষণ করো।

প্রতিপক্ষ যেহেতু বিরোধীতায় চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছে, সেহেতু তাদের এই ঘোষণা করা দরকার যে, যদি আমরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহতা'লা ইহজগতে আমাদের উপর পাথর বর্ষণ করুক, এই পৃথিবীতে আমাদের অসম্মানিত করুক এবং দাবি পেশ করুক যে, আহ্মদীরা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলেমার উপর বিশ্বাস রাখে না, মির্যা গোলাম আহমদ সাহেবের কলেমা বলে থাকে, মোহাম্মদী ধর্মের উপর বিশ্বাস রাখে না, একটি নতুন ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে, কোর'আন শরীফের উপর বিশ্বাস রাখেনা, বরং কোর'আন শরীফ থেকে ভিন্ন একটি নতুন গ্রন্থ বানিয়ে নিয়েছে, তাদের **শরিয়ত** বাহাই ধর্মের মত একটি ধর্ম, তাদের আল্লাহ এবং তাদের রসূল ভিন্ন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সাহেবকে (নাঊযুবিল্লাহ) শুধু হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উত্তম বলে মানেনা বরং তাকে আল্লাহতা'লার মর্যাদা দিয়ে থাকে।

যদি তারা এরূপ করে তাহলে আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি তারা অবশ্যই আল্লাহতা'লার শাস্তি ভোগ করবে। তারা নিশ্চয় স্বচক্ষে আল্লাহতা'লার বিধান অনুযায়ী লাঞ্ছনা ও অপমানকে অবলোকন করবে যে, আল্লাহতা'লার নিয়তি কিভাবে তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে, তাদের ভাগ্যে অবশ্যই অসফলতা রয়েছে। আল্লাহতা'লা তাদেরকে সঠিক পথের দিশারি করুক এই প্রার্থনা করে থাকি, তাদের উপর কৃপা বর্ষণ করুক, তারা খারাপ কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুক, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহতা'লা স্বয়ং জ্ঞান প্রদান করেছেন। কিন্তু সমস্ত মানব জাতির মধ্যে কারা সঠিক পথে রয়েছে? কারা ধ্বংস প্রাপ্ত এবং কারা পবিত্র সত্ত্বার অধিকারী তা আমাদের অজানা। এই কারণে আমরা কাউকে অভিশাপ করিনা। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেহেতু আভিশাপের আকাঙ্খি সেহেতু যদি তাদের সাহস থেকে থাকে, তাহলে তারা স্বয়ং এসে নিজেদের দাবীর সত্যতায় নিজেদের উপর অভিশাপ নিয়ে যাক। যদি এইরূপ করার সাহস থাকে তাহলে আল্লাহতা'লার নিয়তির লাঞ্ছনা অবশ্যই দেখতে পাবে।

(খুতবা জুমা, বর্ণনাকৃত ৬ই মার্চ ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)

ابن مریم مر گیا حق کی قسم   داخل جنت ہوا وہ محترم

ইবনে মরিয়ম মৃত্যু বরণ করেছেন, আল্লাহতা'লার কসম,
জান্নাতবাসী হয়েছেন, তিনি মহাশয়ম॥

(দুর্‌রে সামীন)

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم   وعلی عبدہ المسیح الموعود علیہ السلام

خدا کے فضل و رحم کے ساتھ

ھو الناصر

আইনায়ে কামালাতে ইসলাম

কসম খাওয়ার উদ্দেশ্যে

"কসম খাওয়া সম্পর্কে এই কথা মনে রাখা দরকার যে, আল্লাহতা'লার নাম নিয়ে কসম খাওয়া কে মানুষের কসমের মতো মনে করা দর্শন শাস্ত্রে কাক তালিয় দোষে দুষ্ট বলা হয়ে থাকে। আল্লাহতা'লা মানুষকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর কসম খেতে এই জন্যে নিষেধ করেছে যে, মানুষ যখন কসম খায় তখন তার এই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সে এমন একজনকে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী রূপে উপস্থাপন করতে চায়, যিনি তার জ্ঞান অনুযায়ী তার বর্ণনাকৃত বাক্যের সত্যতা ও মিথ্যার উপযুক্ত সাক্ষী হয়ে থাকে। যদি চিন্তা করা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে, সাক্ষ্যই হল কসমের আসল উদ্দেশ্য। কেননা যখন মানুষ সাধারণ সাক্ষীকে উপস্থাপন

করতে অক্ষম হয়, তখন কসমের মুখপেক্ষী হয়ে থাকে। যাতে একজন মুখাপেক্ষী সাক্ষীর ন্যায় কসম থেকে লাভবান হওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহতা'লা ব্যতীত দৃষ্ট ও অদৃষ্ট,সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়কারী, শাস্তি প্রদানকারী বা অন্য কোন বিষয়ের উপর সর্ব শক্তিমান আছে বলে বিশ্বাস প্রকাশ পাওয়া কুফ্‌র। এই কারণে সমস্ত মানব জাতির উদ্দেশ্যে ঐশী পুস্তকে আল্লাহতা'লা ব্যতীত অন্য কারোর কসম না খাওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ রইল যে, আল্লাহতা'লার নামে কসম খাওয়াকে মানুষের কসমের সাথে তুলনা করা ঠিক নয়। কেননা খোদাতা'লা মানুষের ন্যায় সেরকম সমস্যার সম্মুখীন হননা যেভাবে মানুষ কসম খাওয়ার সমস্যায় পড়ে। বরং তাঁর কসম খাওয়া ভিন্ন প্রকারের যা তাঁর মর্যাদার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত এবং তাঁর প্রকৃতির নিময় অনুসারে হয়ে থাকে। বরং আল্লাহতা'লার পদমর্যাদা ও প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী অন্য রূপে কসম খাওয়া হয়।"

('রুহানী খাযাইন' ৫ম খণ্ড, 'আইনায়ে কামালাতে ইসলাম' পৃষ্ঠা নং ৯৫-৯৬ টিকা)

دلبرا مجھ کو قسم تری یکتائی کی
آپ کو تیری محبت میں بھلایا ہم نے

প্রিয়তম,কসম তোমার একত্বতার (খেয়ে বলছি)
আমি আত্ম বিস্মৃত হয়েছি তোমার ভালোবাসায়।

(রুহানী খাযাইন ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ২২৫, আইনায়ে কামালাতে ইসলাম পৃষ্ঠা নং ২২৫)

وَاللّٰهِ اِنِّی قَدْ رَأَيْتُ جَمَالَهُ
بِعُيُوْنِ جِسْمِی قَاعِدًا بِمَكَانِی

আল্লাহ'র কসম দেখেছি স্বয়ং তোমার সৌন্দর্য
মৃন্ময়ী শারীরিক চক্ষু দিয়ে,আপন জায়গায় বসে বসে।

('রুহানী খাযাইন' ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৯৩, 'আইনায়ে কামালাতে ইসলাম' পৃষ্ঠা নং ৫৯৩)

হকীকাতুল ওহী

“এই উম্মতে কোন লোক এরূপ সৃষ্টি হবে যাদের নাম ইহুদী রাখা হবে, এক'ই ভাবে এই উম্মতে এক ব্যক্তির সৃষ্টি হবে যার নাম ঈসা ও প্রতিশ্রুত মসীহ রাখা হবে। হযরত ঈসাকে আকাশ হতে নামানোর এবং **স্বাধীন নবুয়তের** ভূষণ খুলে তাকে উম্মতি বানানোর কি প্রয়োজন আছে? যদি বল এই কার্যক্রম শাস্তি স্বরূপ হবে, কেননা তার উম্মতেরা তাকে খোদা বানিয়েছিল, তাহলে এই উত্তর ও অর্থহীন। কেননা, এতে ঈসার কি অপরাধ ছিল?

আমি এ সকল কথা কোন ধারণা ও অনুমান হতে বলছি না; বরং খোদাতা'লা হতে ওহী পেয়ে বলছি। আমি তার কসম খেয়ে বলছি যে, তিনি আমাকে তিনি আমাকে এটি অবগত করিয়েছেন। সময় আমার সাক্ষ্য দিচ্ছে। খোদার নিদর্শন আমার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

('রুহানী খাযাইন' ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৩, 'হাকীকাতুল ওহী' পৃষ্ঠা নং ৩০,৩১)

আমার যুগে রোযার মাসে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ হয়েছে। অনুরূপ ভাবে আমার যুগে'ই কোর'আন শরীফ ও হাদীস অনুযায়ী দেশে মহামারী ছড়িয়েছে,নতুন নতুন যানবাহন আবিষ্কার হয়েছে, যেমন রেলগাড়ি। আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প আসে। সুতরাং এ কিছু নিদন পাওয়া সত্ত্বেও আমাকে অস্বীকার করার সাহস দেখানোটা কি আল্লাহ ভীরু মানুষদের উচিত ছিল ?

দেখ! আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমার সত্যতার জন্য অসংখ্য নিদর্শন প্রকাশ হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে হতে থাকবে। এটি মানুষের কাজ হতো তাহলে এইরূপ ঐশী সাহায্য পাওয়া যেত না। অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য একটি বা দুইটি ভবিষ্যদ্বাণীকে উপস্থাপন করে এই কথা বলা যে, অমুক ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয় নি। এইরূপ বলাটা ন্যায় বিচারক ও আল্লাহ ভীরুদের কাজ নয়। হে অবুঝ! যাদের বিবেকে তালা লেগে আছে, ন্যায় বিচার যাদের সত্ত্বার মধ্যে নেই। অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে একটি বা দুইটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াটা তোমাদের বুঝে আসেনি। তাই বলে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে অস্বীকার করলে আল্লাহতা'লার সামনে বাহানা উপস্থাপন করার কোন পথ থাকবে না, অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ? তওবা করো,

আল্লাহতা'লার সেই দিন অতি নিকটে এসে গেছে, যেদিন এমন নিদর্শন প্রকাশ পাবে, যার প্রতি ফলে সারা পৃথিবী ধ্বংসের পথে চলে যাবে।

(রুহানী খাযাইন,২২তম খন্ড,পৃষ্ঠা ৪৮,হকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬)

হাসিয়া

"যে সমস্ত ঐশী নিদর্শন আমার সমর্থনে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি যদি গণনা করা হয় তাহলে সব মিলিয়ে তিন লক্ষের অধিক হবে। অতএব অসংখ্য নিদর্শন থেকে লাভবান না হয়ে দুই বা তিনটি নিদর্শন প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে যদি সন্দেহ জনক হয়ে থাকে, এমন অবস্থায় ঐ ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে হৈ হট্টগোল করা কোন আল্লাহ ভীরু মানুষের কর্ম নয়। পরবর্তী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে এই ধরণের উদাহরণ পাওয়া যায় না কি?"

এখন আমি وَاَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ (সূরা আয্‌যোহা : ১২) অর্থ ঃ এবং (তোমার উপর) তোমার প্রতিপালকের যে সকল নেয়ামত আছে তা তুমি প্রকাশ করতে থাক। (অনুবাদক) আয়াত অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে বর্ণনা করছি যে, খোদাতা'লা আমাকে ঐ তৃতীয় স্তরে অন্তর্ভুক্ত করে ঐ সকল নেয়ামত দান করেছেন, যা আমার প্রচেষ্টা নয়। বরং মাতৃ গর্ভে আমাকে দান করা হয়েছে। আমার সমর্থনে তিনি ঐ সকল নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, যদি ঔগুলিকে এক এক করে অদ্যকার তারিখ ১৬ই জুলাই, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ হতে গণনা করি তবে খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, ঐ গুলি তিন লক্ষের ও অধিক হবে। কেউ যদি আমার কসমের উপর ভরসা না করে তাকে আমি প্রমাণ দিতে পারি।

('রুহানী খাযাইন' ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৭০, 'হকীকাতুল ওহী' পৃষ্ঠা নং ৬৭)

"প্লেগের দিনগুলিতে যখন কাদিয়ানে ব্যাপকভাবে প্লেগ দেখা দিল তখন আমার ছেলে শরীফ আহ্‌মদ অসুস্থ হল। তার তীব্র জ্বর দেখা দিল। এতে ছেলে সম্পূর্ণ বেহুঁশ হয়ে গেল এবং বেহুঁশী অবস্থায় হাত ছুড়তে লাগল। আমার মনে হল যদিও মানুষ মৃত্যুর অধীন, তথাপি প্লেগের এই প্রাদুর্ভাবের সময় যদি ছেলে মারা যায় তবে দুশমনরা এই জ্বরকে প্লেগ সাব্যস্ত করবে এবং খোদাতা'লার ঐ পবিত্র ওহীকে মিথ্যা বলবে, যাতে তিনি বলেন, انّی احافظ کلّ من فی الدار অর্থাৎ তোমার গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে যারা আছে তাদের প্রত্যেককে আমি প্লেগ হতে

রক্ষা করব। এই ভাবনায় আমার হৃদয়ে এরূপ ব্যথার উদ্রেক হল, যা আমি বর্ণনা করতে পারি না। প্রায় রাত বারোটার সময় ছেলের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। তখন আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হল যে, এটা সাধারণ জ্বর নয়, এটা অন্য এক বিপদ। আমি বর্ণনা করতে পারি না তখন আমার মনে অবস্থা কি হয়েছিল। খোদা না করুন যদি ছেলের মৃত্যু হয় তবে জালেম প্রকৃতির লোকদের হাতে সত্য গোপন করার জন্য অনেক সুযোগ এসে যাবে। এ অবস্থায় আমি অযু করলাম এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। ঠিক দাঁড়ানোর সাথে সাথেই আমার ঐ অবস্থা হল, যা দোয়ার কবুলিয়তের জন্য একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন। আমি ঐ খোদার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ আছে, সম্ভবত আমি তিন রাকাত নামায পড়েছিলাম। এই সময় আমার উপর কাশ্‌ফী অবস্থা (দিব্য-দর্শনের অবস্থা) জারি হল এবং আমি কাশ্‌ফে দেখলাম ছেলে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ আছে। তার পর ঐ কাশফী অবস্থা তিরোহিত হতে লাগল। আমি দেখলাম ছেলে সজ্ঞানে চার পাই-এর উপর বসে আছে এবং পানি চাইছে। আমি চার রাকাত নামায শেষ করলাম। তৎক্ষণাৎ আমি তাকে পানি দিলাম এবং তার শরীরে হাত লাগিয়ে দেখলাম জ্বরের নাম নিশানা ও নেই।”

(‘রুহানী খযাইন’ ২২খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৮৭-৮৮ অবশিষ্ট টীকা হকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬)

“**২১ নম্বর নিদর্শন :** আনুমানিক ত্রিশ (৩০) বৎসর পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা তাঁর শেষ বয়সে অসুস্থ হন। খোদা তাঁকে রহমতে সিক্ত করুন। যেদিন তাঁর মৃত্যু নির্দ্ধারিত ছিল, ঐ দিন দুপুরে আমার নিকট ইলহাম হল وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ (সূরা আত্ তারিক : ২) এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়ে একথা উদ্রেক হল যে, এটা তাঁর মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করছে। এই ইলহামের অর্থ এই যে, কসম আকাশের এবং কসম ঐ দুর্ঘটনার যা সূর্যাস্তের পর ঘটবে। এটা খোদাতা’লার পক্ষ থেকে নিজ বান্দার প্রদি সহানুভূতি স্বরূপ ছিল। তখন আমি বুঝে নিলাম আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সূর্যাস্তের পর মারা যাবেন। আরও কয়েক ব্যক্তিকে আমি এই ইলহামের সংবাদ দিয়েছিলাম। আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ এবং যার সম্পর্কে মিথ্যা বলা এক শয়তান ও অভিশপ্ত লোকের কাজ, এরূপই ঘটল।”

(‘রুহানী খাযাইন’ ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৮,‘হাকীকাতুল ওহী’ পৃষ্ঠা নং ২০৯)

“সেই সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় এই দ্বিতীয় ইলহাম হল **“আলায় সাল্লাহু বে**

কাফিন্ আবদাহু” অর্থাৎ খোদা কি নিজ বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? খোদার এই ইলহামের সাথে সাথে হৃদয় এরূপ শক্তিশালী হয়ে গেল যেরূপে একটা কঠোর যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত কোন মলমের দ্বারা এক মুহূর্তে ভালো হয়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে আমার জীবনে বার বার এই বিষয়টি পরিক্ষিত হয়েছে যে, হৃদয়কে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য খোদার ওহীর পর লাভ করা যায়। আফসোস! এই সকল লোকের ইলহাম কিরূপ যে, ইলহামের দাবি সত্ত্বেও তারা এটাও বলে, আমাদের এই ইলহাম ধারণা প্রসূত। জানি না এটা শয়তানী ইলহাম, না রহ্মানী ইলহাম। এরূপ ইলহামের ক্ষতি ওদের লাভের চেয়ে বেশি। কিন্তু আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এই সকল ইলহামের উপর ঐ ভাবে ঈমান আনি যেভাবে কোর'আন শরীফের উপর ও খোদার অন্যান্য কিতাবের উপর ঈমান আনি। যেভাবে আমি কোর'আন শরীফকে নিশ্চিত ভাবে খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করি, ঠিক সেভাবে এই কালামকেও বিশ্বাস করি যা আমার উপর অবতীর্ণ হয়। এটাকে আমি খোদার কালাম বলে বিশ্বাস করি।”

('রুহানী খাযাইন' ২২ খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ২১৯-২২০, 'হাকীকাতুল' ওহী পৃষ্ঠা নং ২১০-১১)

“১০৫ নম্বর নিদর্শন : একবার আমার ভাই মরহুম মির্যা গোলাম কাদের সাহেব সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে দেখান হল যে, তার জীবনের আর অল্প কয়দিন বাকী আছে যা বড় জোর পনেরো দিন অতঃপর তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমন কি তিনি অস্থি-চর্মসার হয়ে গেলেন। তিনি এতখানি শুকিয়ে গেলেন যে, চার পাই-এর উপর বসা অবস্থায় মনে হত না যে, কেউ ওর উপর বসে আছে, নাকি চারপাই খালি। পায়খানা পেশাব উপরেই করে ফেলতেন। তিনি বেহুঁশ অবস্থায় থাকতেন। আমার পিতা মরহুম মির্যা গোলাম মোরতজা সাহেব বড় দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলে দিলেন, এখন অবস্থা হতাশা ও নিরাশা জনক। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। আমার মাঝে সেই সময় যৌবনের শক্তি ছিল এবং আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনারও শক্তি ছিল। আমার প্রকৃতি এরূপ ছিল যে, আমি সব বিষয়ে খোদাকে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করতাম। প্রকৃতপক্ষে কে তাঁর শক্তির সীমা খুঁজে পায়? যে সকল বিষয় তাঁর ওয়াদার পরিপন্থী বা তার মর্যাদার বিরুদ্ধে এবং তাঁর তৌহিদের বিপরীত- সেগুলি ব্যতীত তাঁর নিকট কিছুই অসম্ভব নয়। এইজন্য এই অবস্থায়ও আমি তার জন্য দোয়া করতে আরম্ভ করলাম। আমি মনে মনে স্থির করে নিলাম যে, এই দোয়ায় আমি তিনটি বিষয়ে

নিজের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করতে চাই : (১) প্রথমটি এই যে, আমি দেখতে চাই খোদার দরবারে আমার দোয়া কবুল হওয়ার মত যোগ্যতা আমার আছে কিনা। (২) দ্বিতীয়টি এই যে, যে সকল স্বপ্ন ও ইলহাম ভীতিপ্রদ আকারে আসে তা কি দেরি হতে পারে ? (৩) তৃতীয় এই যে, রোগ যে পর্যায়ে গেলে কেবল অস্থি-চর্ম বাকী থাকে সে পর্যায়ে ও কি দোয়ার সাহায্যে তা ভালো হয়ে যেতে পারে কি না ? মোট কথা এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমি দোয়া করতে আরম্ভ করলাম। সুতরাং কসম ঐ সত্ত্বার যার হাতে আমার প্রাণ আছে, দোয়ার সাথে সাথেই পরিবর্তন আরম্ভ হয়ে গেল। ইতি মধ্যে অন্য একটা স্বপ্নে আমি দেখলাম যেন তিনি নিজ দালানে নিজের পায়ে ভর করে চলছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, অন্য কেউ তার পাশ ফিরিয়ে দিত। যখন দোয়া করতে করতে পনেরো দিন পার হয়ে গেল তখন তার মধ্যে স্বাস্থ্যের বাহ্যিক চিহ্নাবলী সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, আমার মন চায় আমি কিছুটা হাঁটি। বস্তুতঃ তিনি কিছু একটার সাহায্যে উঠলেন এবং লাঠির সাহায্যে চলতে শুরু করলেন। অতঃপর লাঠিও ত্যাগ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন। এর পর তিনি পনের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর মৃত্যু বরণ করেন।”

(রুহানী খাযাইন ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৬৫-২৬৬, হাকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা নং২৫৩-২৫৪)

“১৩৫ নম্বর নিদর্শন : প্রায় ২০ (বিশ) বৎসর যাবৎ আমি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত। একবার এই রোগের দরুন আমার চোখের দৃষ্টির ব্যাপারে খুব আশঙ্কা দেখা দিল। কেননা, এরূপ রোগে চোখ দিয়ে পানি পড়ার খুব ভয় থাকে। তখন খোদাতা’লা নিজ আশিস ও দয়ায় আমাকে তাঁর এই ওহীর দ্বারা সান্ত্বনা স্বস্তি দান করেন। ওহীটি হল এই - نزلت الرحمة علىٰ ثلٰث العين وعلى الأخريين অর্থাৎ তিনটি অঙ্গের উপর রহমত নাযেল করা হয়েছে। একটি হল চোখ এবং আরও দুটি অঙ্গ এই দুটি অঙ্গের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নি। আমি খোদাতা’লার কসম খেয়ে বলছি যে, পনের বিশ বছর বয়সে আমার যেরূপ দৃষ্টি-শক্তি ছিল আজ প্রায় ৭০(সত্তর) বছর বয়সেও আমার দৃষ্টি-শক্তি তদ্রুপই আছে। অতএব এটাই ঐ রহমত, যার ওয়াদা খোদাতা’লার ওহীতে দেওয়া হয়েছিল।”

(‘রুহানী খাযাইন’ ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৯, ‘হাকীকাতুল ওহী’ পৃষ্ঠা নং ৩০৬)

“১৩৮ নম্বর নিদর্শন : স্মরণ রাখতে হবে যে, খোদার বান্দাদের গ্রহণযোগ্যতা

বোঝার জন্য দোয়া কবুল হওয়াও এক বড় নিদর্শন হয়ে থাকে। বরং দোয়া কবুল হওয়ার নিদর্শনের ন্যায় অন্য কোন নিদর্শনই নেই। কেননা, দোয়া কবুল হওয়ার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খোদার দরবারে এক বান্দার কদর ও সম্মান আছে, যদিও প্রত্যেক সময়ে দোয়া কবুল হয়ে যাওয়া আবশ্যকীয় ব্যাপার নয়। কখনো কখনো মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত খোদা নিজের ইচ্ছাও বহাল রাখে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, খোদার গৃহীত বান্দাদের জন্য এটা একটি নিদর্শন যে, অন্যান্যদের তুলনায় তাদের দোয়া বেশি বেশি কবুল হয় এবং অন্য কেউ দোয়ার কবুলিয়তের মর্যাদায় তাদের মোকাবেলা করতে পারে না। আমি খোদাতা'লার কসম খেয়ে বলতে পারি, আমার হাজার হাজার দোয়া কবুল হয়েছে। যদি আমি সবগুলি লিখি তবে একটি বড় পুস্তক হয়ে যাবে।"

('রুহানী খাযাইন' ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৩৪, হাকীকাতুল ওহী নিশানে সাদাকত পৃষ্ঠা নং ৩২১)

"আমি সেই আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যে আমাকে প্রেরণ করে নবী ও মসীহ্ মাওউদ নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং আমার সাহায্যের জন্য বড় বড় নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, যার সংখ্যা তিন লক্ষের মত হবে। তার কিছু অংশ এই পুস্তকে লেখা হল।"

(রুহানী খাযাইন ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৫০৩, তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা নং ৬৮)

"আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকা নিবাসী ডঃ আলেকজান্ডার ডুই নামী মিথ্যা নবীর দাবিদার ধ্বংস হয়।"

"**নিদর্শন নং - ১৯৬ :** উল্লেখ রইল যে, উপরোক্ত ব্যক্তি ইসলামের চরম শত্রু হওয়া ছাড়াও মিথ্যা নবী হওয়ার দাবি করেছিল এবং ত্রিভুবনের সর্দার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে মিথ্যাবাদী বলে মনে করত, তাঁর (সাঃ) সম্পর্কে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করত এবং তার মধ্যে এমন খারাপ অভ্যাস এসে যায় যে, ঈর্ষা ও বিদ্বেষের কারণে ইসলামী শিক্ষাকে খারাপ বলে মনে করত যেমন শুকরের সামনে মণিমুক্তের কোন মূল্য নেই তেমনি ভাবে ইসলামকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত এবং ইসলামকে নির্মূল করতে চাইত। অপর দিকে হযরত ঈসা(আঃ) কে ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করে ত্রিত্ববাদকে পৃথিবীতে ছড়ানোর জন্য অন্যান্য পাদরিদের তুলনায় এর মধ্যে অত্যাধিক উদ্দীপনা ছিল।"

(রুহানী খাযাইন ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৫০৪-৫০৫, তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা নং ৬৯)

"কেননা আমার আসল কাজ হল ক্রুশকে ধ্বংস করা আর ডুই মারা যাওয়ার পর ক্রুশের বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সমস্ত পাদরীদের মধ্যে ডুই ত্রীত্ববাদের উপর প্রবল বিশ্বাসী ছিল এবং পাশাপাশি নবী হওয়ার দাবি করত, বলত যে, আমার অভিশাপে সমস্ত মুসলমান ধ্বংস হবে এবং ইসলাম ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, খানা কাবা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহতা'লা আমার দোয়ার প্রতিফল স্বরূপ তাকে ধ্বংস করেছে। আমি জানি যে, ডুই এর মৃত্যুর ফলে 'শুকর বধ' ভবিষ্যদ্বাণী টি অতি সুন্দর ভাবে পূর্ণ হয়েছে। কেননা তার চেয়ে অধিক হিংস্র ও ভয়ঙ্কর ব্যক্তি কে হতে পারে? যে ব্যক্তি মিথ্যা রাস্তা অবলম্বন করে নবী হওয়ার দাবি করেছে, যে ব্যক্তি শূকরের মত দুর্গন্ধ যুক্ত খাবার খেয়েছে, ডুই নিজেই লিখছে যে, তার ধনী অনুগামীদের সংখ্যা এক লক্ষের অধিক। বরং **মুসায়লামা বিন কাজ্জাব** ও **আসওয়াদ আনিস**, ডুই এর তুলনায় কিছুই নয়। তারা ডুই এর মত খ্যাতি সম্পন্ন ও ধনশালী ছিল না। এই সেই শূকর, যা হযরত মসীহ মাওউদের হাতে বধ হবে বলে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন।"

(রুহানী খাযাইন ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৫১৩, তাতিম্মা হাকীকাতুল ওহী পৃষ্ঠা নং ৭৭)

তিন হাজার টাকার পুরস্কার মূলক বিজ্ঞপ্তি

আব্দুল্লা আথম সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন : -

"আথম আমার উপস্থিতিতে জনসমাগমে, এই রূপ কসম খাক যে, আমি নির্দ্ধারিত ভবিষ্যদ্বাণীর সময় কালের মধ্যে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তণ করিনি, আর ইসলামের শিক্ষা ও সত্যতা আমার মনকে প্রভাবিত করে নি, আমার মনে ভবিষ্যদ্বাণীর আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়ে নি বরং আমি ঈসা মসীহর ঈশ্বরত্ব, পুত্রত্ব, প্রায়শ্চিত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি । যদি আমি বিপরীত বলে থাকি অথবা আসল ঘটনাকে লুকিয়ে থাকি, তাহলে সর্ব শক্তিমান খোদা! আমাকে এক বছরের মধ্যে এমন ভয়ানক শাস্তি দ্বারা ধবংস কর। যেমন শাস্তি মিথ্যাবাদীর উপর অবতীর্ণ হওয়া উচিত। আমার এই রকম কসম খাওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত তিন হাজারের অধিক প্রচার পত্র বিতরণ করেছি। আমি কসম খেয়ে বলছি যে, নয় সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ সালের প্রচার পত্রের শর্তানুযায়ী তিন হাজার টাকা, কসম খাওয়ার পূর্বে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তার পর কসম খেতে বলা হবে। এখনো কারো বিশ্বাস হচ্ছে কি যে আব্দুল্লা আথম কসম খাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে ?

কক্ষনো না। সে মিথ্যাবাদীর ন্যায় মারা গেছে, কবর থেকে পুনরায় ফিরে আসা সম্ভব কি ?"

(মজমুয়া ইস্তেহার ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা ৬৪-৬৬, প্রকাশক আশ্ শির্কাতুল ইসলামিয়া, রাবোয়া)

তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া বা ঐশী বিকাশ

"এই হল আমাদের আলেমগণের অবস্থা যে, তারা কোর'আন শরীফ এবং হাদীস অধ্যয়ন করা সত্বেও ভীতি প্রদর্শনকারী ভবিষ্যদ্বাণী ও প্রতিশ্রুতি মূলক ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে পার্থক্য করতে জানে না।

.......আব্দুল্লা আথমের পর, লেখরাম সম্বন্ধীয় ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়, যার মধ্যে কোন শর্ত ছিল না, মৃত্যুর সময় এবং মৃত্যুর ধরণ ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। কতই সুস্পষ্ট ভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী টি পূর্ণ হয়েছে তা একটু চিন্তা করলে বোঝা যেতে পারে কিন্তু ঈর্ষার কারণে তাদের মন কলুষিত হয়ে আছে। বিচক্ষণশীলদের দৃষ্টিতে সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য লেখরামের ভবিষ্যদ্বাণীটি যথেষ্ট ছিল। কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সমালোচনা না করে তারা যদি আমার কাছে জিজ্ঞেস করত যে, পূর্ণকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর সংখ্যা কত? তাহলে তাদের ভুল ধারণা দূর হয়ে যেত। কয়েকটি ভীতিমূলক ভবিষ্যদ্বাণী, যার সাথে শর্ত ছিল, প্রতিপক্ষ ভয় পাওয়ার কারণে ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর সময়কাল দীর্ঘ হয়ে যায়, ভয় ভীতি মূলক ভবিষ্যদ্বাণী তওবা, দান, দোয়ার দ্বারা শেষ হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এটাই আল্লাহতা'লার পূর্ব নিয়ম"।

(রুহানী খাযাইন, ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪০৬-৪০৮, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া ,পৃষ্ঠা নং ১৭-১৯)

"আমার অজ্ঞ প্রতিপক্ষকে আল্লাহতা'লা বিভিন্ন ধরনের নিদর্শন দেখিয়ে অসম্মানিত করে থাকেন। আমি সেই আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি যিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (অঃ), ইসমাঈল (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), ইউসুফ (আঃ), মুসা (আঃ), মসীহ ইবনে মরিয়ম (আঃ) এবং সর্বশেষে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর সাথে বার্তালাপ করেছেন এবং তার উপর উজ্জ্বলময় ভবিষ্যদ্বাণী অবতীর্ণ করেছেন। ঠিক সেই ভাবে আল্লাহতা'লা আমার সঙ্গেও কথোপকথনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন। আমি শুধু মাত্র হযরত মোহাম্মদ

(সাঃ) এর অনুসরণের মাধ্যমে এই সৌভাগ্য লাভ করেছি। যদি আমি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসরণ না করতাম এবং যদি আমার সু-কর্ম পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়ের মত হত তথাপিও আমি আল্লাহতা'লার সঙ্গে কথোপকথনের সৌভাগ্য লাভ করতে পারতাম না। এখন শরীয়ত বিহীন ও উম্মতি নবী আসার দরজা খোলা আছে এবং শরীয়ত ধারী নবী আসার রাস্তা বন্ধ হয়ে আছে।"

(রুহানী খাযাইন ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪১১-৪১২, তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া পৃষ্ঠা নং ২৪-২৫)

সিরাজুম্ মুনীর

"যেমন লেখরামের মৃত্যুতে আমার মন অনন্দে ভরে উঠেছে, অপর দিকে দুঃখও হচ্ছে যে, যদি লেখরাম প্রত্যাবর্তণ করত, কমপক্ষে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকত, তাহলে আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, লেখরাম কে টুকরো টুকরোও করা হত তথাপিও সে আমার দোয়ার মাধ্যমে প্রাণে বেঁচে যেত। আমি সেই আল্লাহকে জানি যে সর্ব শক্তিমান, কোন বিষয়'ই তার ক্ষমতার বাইরে নয়। আর ভবিষ্যদ্বাণীটি সুস্পষ্টরূপে পূর্ণ হওয়ার জন্য আমি আনন্দবোধ করছি।"

(রুহানী খাযাইন ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৮, সিরাজুম মুনীর পৃষ্ঠা নং ২৪)

"১২ নম্বর ভবিষ্যদ্বাণী, যেটি 'বারাহীনে আহ্মদীয়া'র ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠায় কোরা'আন শরীফ সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে, যার মূল সারাংশ হল : আল্লাতা'লা বলেছেন 'তোমাকে এমন কোরআনীয় জ্ঞান দেওয়া হয়েছে যেটি মিথ্যাকে নির্মূল করবে' সেই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছে দুইজন ব্যক্তির উপর আশিস বর্ষণ করা হয়েছে। প্রথমতঃ হল শিক্ষক, মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) এবং দ্বিতীয় হল ছাত্র, অর্থাৎ এই পুস্তকের লেখক কোর'আন শরীফের নিম্ন লিখিত আয়াতটি সেদিকেই ইঙ্গিত করছে-

(সূরা জুমআ : ৪)

অর্থাৎ এই নবীর আরও অনুসরণকারী রয়েছে যারা এখনও সম্মিলিত হয় নি, তারা শেষযুগে সম্মিলিত হবে। উপরোক্ত আয়াতটি এই অধমের দিকে ইঙ্গিত করছে। যেমন ইলহামেও উল্লেখ আছে যে, এই অধম আধ্যাত্মিক দিক থেকে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর ছাত্রদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এই ভবিষ্যদ্বাণী কোর'আন শরীফের শিক্ষার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাচ্ছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রকাশের জন্য পুস্তক **'কেরামাতুস্ সাদেক্বীন'**এ লেখা হয়েছে যার সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা কোন সমালোচনা করে নি। আমি সেই আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আল্লাহতা'লা আমাকে অন্যান্য মানুষের তুলনায় কোর'আন সম্পর্কীয় অধিক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছে। অনেক ধর্মজ্ঞানীদেরকে আমি কোর'আন শরীফের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আহ্বান করেছি কিন্তু কেউ আসে নি। যদি তাদের মধ্যে কেউ কোর'আন শরীফের তফসির উপস্থাপন করার জন্য আসত, তাহলে সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হত। মোটকথা কোর'আন শরীফের যে জ্ঞান আমাকে দেওয়া হয়েছে সেটি আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে একটি বড় নিদর্শন।"

(রুহানী খাযাইন ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪০-৪১, সিরাজুম মুনীর পৃষ্ঠা নং ৩৫)

বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকের ২২৭ নং পৃষ্ঠায় মালাওয়ামল নামক এক আর্য ব্যক্তি সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে সে এখনো জীবিত আছে। একদা সে যক্ষা রোগাক্রান্ত অবস্থায় নিজের জীবনের উপর ভরসাহীন হয়ে কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসে একটি দুঃস্বপ্ন বর্ণনা করে। একটি বিষাক্ত সাপ তাকে দংশন করে, ফলে সাপের বিষ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং যক্ষা রোগের পাশাপাশি এই স্বপ্নটি দেখার ফলে সে ভীতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে। তার কান্না দেখে আমার মন খুবই নরম হয়ে পড়ে। এর পূর্বে আর্যানুসারী শরমপথ নামক ব্যক্তির জন্য যেভাবে দোয়া করেছিলাম তেমনি এই ব্যক্তির জন্য দোয়া করি। দোয়ারত অবস্থায় আমার উপর ইলহাম হল যা বারাহীনে আহমদীয়ার ২২৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত আছে। قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا অর্থাৎ আমি অগ্নিকে বললাম, হে অগ্নি ঠাণ্ডা হয়ে যাও। তখন মালাওয়ামল এবং সেখানে উপস্থিত মণ্ডলীদেরকে এই সম্পর্কে জানানো হল যে, মালাওয়ামল আমার দোয়ার ফলে অবশ্যই সুস্থ হয়ে উঠবে। সুতরাং ইলহামের দিন থেকে এক সপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতে আল্লাহতা'লার কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়।

........আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, এই ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য এবং এতে বিন্দু মাত্র অতিরঞ্জতার সংমিশ্রণ নেই।"

(রুহানী খাযাইন ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৬২, সিরাজুম মুনীর পৃষ্ঠা নং ৫৩-৫৪)

আমরা যদি ন্যায় বিচারের দৃষ্টিতে দেখি তাহলে সমস্ত নবী থেকে বীর সাহসী, জীবিত নবী, আল্লাহতা'লার অতি প্রিয় নবী কেবল একজনকে দেখতে পাই। তিনি হলেন সমস্ত নবীদের সর্দার, সমস্ত নবী ও রসূলদের মাথার মুকুট হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। পূর্ববর্তী যুগে হাজার বছর তপস্যা করলে যে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করা যেত আজ হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর দশদিন অনুসরণ করলে তার চেয়ে অধিক আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করা সম্ভব। পূর্ববর্তী অনেক ঐশী পুস্তক রয়েছে যার অনুসরণ করলে আমাদের মন কলুষিত হতে থাকবে। এইগুলিকে কি জীবিত নবুওত বলা যেতে পারে ? যাদের প্রভাবে আমরা প্রাণহীন হয়ে পড়ি (আধ্যাত্মিক ভাবে)। এটা অবশ্যই চিন্তা করা দরকার যে, মৃতকে মৃত কখনো আধ্যাত্মিক জ্যোতি প্রদান করতে পারে কি? ঈসার উপাসনা করার অর্থ হল মূর্তি পূজা করা। আমি সেই আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি ঈসা আমার যুগের মানুষ হত তাহলে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আমার পক্ষে সাক্ষী দিত। এই কথা কেউ মানুক চাই না মানুক এটাই সত্য এবং অবশেষে সত্যের জয় হয়ে থাকে।

(রুহানী খাযাইন ১২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪২, সিরাজুম মুনীর পৃষ্ঠা নং ৭২-৭৩)

বারাকাতুদ্ দোয়া

(দোয়ার কল্যাণসমূহ)

"এখন আমি শুধু আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করছি, যাতে আল্লাহতা'লা সৈয়্যদ সাহেবের উপর আশিস প্রদান করুন। হে প্রিয় সৈয়্যদ সাহেব! আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, সূর্যের আলো যেভাবে দেওয়ালে পড়ে থাকে তেমনি ভাবে খোদার ওহী আকাশ থেকে মনের গভীরে অবতরণ করে থাকে। এটি আমার নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা,

ঐশী কথোপকথোনের সময় হঠাৎ আমার উপর এক ধরণের স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থা এসে যাওয়ার ফলে আমি একটি পরিবর্তনশীল বস্তুর ন্যায় হয়ে যাই কিন্তু আমার বিবেক বুদ্ধি ঠিক কাজ করতে থাকে। তখন মনে হয় যে, একটি পবিত্র শক্তি আমার সমস্ত সত্ত্বাকে এক জায়গায় একত্রিত করে দেয় এবং আমার মনে হয় যে, আমার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা সেই অদৃশ্য শক্তির হাতে রয়েছে। আর যা কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল, সব কিছুই তার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।"

(রুহানী খাযাইন ৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২২, বাকী হাসিয়া বারাকাতুদ্দুয়া পৃষ্ঠা নং ১৮)

"অবশেষে আমি সমস্ত মুসলমানদের প্রতি উপদেশ স্বরূপ বলতে চাই, আজ ইসলাম শোচনীয় ও অত্যন্ত মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে। সুতরাং ইসলামকে পুনর্জীবন দান করার জন্য জাগ্রত হও। আমি এই মর্মান্তিক অবস্থা দূর করার জন্য এসেছি, আমাকে আল্লাহতা'লা কোর'আন শরীফের মূল তত্ত্বের জ্ঞান প্রদান করেছে। সুতরাং আমার কাছে এস, যাতে এই জ্ঞান থেকে তোমরাও লাভবান হতে পার। আমি সেই আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আল্লাহতা'লা আমাকে এই ভয়াবহ ফেতনার সময়ে প্রেরণ করেছে। কেননা এই যুগের প্রারম্ভে একজন মোজাদ্দের আসাটা একান্ত প্রয়োজন ছিল। অতি শীঘ্রই আমার কাজের দ্বারা আমার পরিচয় পাবে।"

(রুহানী খাযাইন ৬ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৬, বারাকাতুদদোয়া পৃষ্ঠা নং ৩১)

সনাতন ধর্ম

"মৌলভী আহ্মদ হাসান আমরোহী এরকম বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচারের পর যে বিজ্ঞাপন তিনি আল্লাহর নামে কসম খেয়ে লিখবেন (এরপর) যদি তিনি আমরোহাকে রক্ষা করতে পারেন এবং কমপক্ষে তিনটি শীতকাল তারা শান্তিতে নিরাপদে কাটাতে পারে, তাহলে আমি খোদার পক্ষ থেকে নই। অতএব এর চেয়ে বড় সিদ্ধান্ত আর কি হতে পারে ? আমিও কসম খেয়ে বলছি- আমি মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) এবং সেই ব্যক্তি যার আগমনের খবর নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার এ যুগ সম্পর্কে তওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন মজীদে খবর লেখা আছে। বলা হয়েছে সেই যুগে আকাশে চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ হবে-

পৃথিবীতে প্লেগের কঠিন আক্রমণ হবে এবং এটা আমার জন্যই নিদর্শনস্বরূপ হবে।

(রুহানী খাযাইন ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৩৮, "দাফেউল বলা মিয়ার আহ্‌লুল ইস্তফা" বা অনুমান তাউন পৃষ্ঠা নং ১৮)

"আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, খোদার বাণীকে বোঝার জন্য প্রথমতঃ প্রকৃতির উত্তেজনা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। একমাত্র তখনই অন্তরে ঐশী জ্যোতির অবতরণ ঘটে। আল্লাহতা'লা বলেছেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ এই ঐশী বাণীর রহস্য ভেদ করা পবিত্র হওয়া ছাড়া অসম্ভব।"

(রুহানী খাযাইন ১৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৭৩-৪৭৪, সনাতন ধর্ম পৃষ্ঠা নং ৬)

হাসিয়া আরবাঈন

"অনুশোচনার বিষয়, পীর মেহের আলী শাহের সাথে আমার একটি জ্ঞানীয় নিদর্শনের প্রতিযোগিতা ছিল কিন্তু অজ্ঞ মানুষেরা তার মিথ্যা বিজয়ের ডঙ্কা বাজিয়ে এই প্রতিযোগিতায় আমাকে অজ্ঞ ও বিবেকহীন ঘোষণা করে আমাকে গালি দেওয়া হয়। তারা এও বলে থাকে যে, পীর মেহের আলী শাহ্ কোর'আন শরীফের ব্যাখ্যা লেখার জন্য লাহোর এসেছিল কিন্তু আমি তার উচ্চ মর্যাদা এবং জ্ঞান দেখে পলায়ন করেছি। হে আল্লাহ! মিথ্যাবাদীর উপর অভিশাপ বর্ষণ কর। সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী! আজ ৭ই ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ, জুমআর দিনে, আল্লাহতা'লা আমার হৃদয়ে মিথ্যাবাদীকে অসম্মানিত করার জন্য একটি কথার উদ্রেক ঘটিয়েছে, আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে যার দোযখ মিথ্যাবাদীদের জন্য জ্বলছে, যদি পীর মেহের আলী শাহ্ লিখিত মোবাহেসা এবং তার সাথে বয়আতের শর্ত না রাখত, তাহলে আমি পীর সাহেবের বিরোধিতার দিকে লক্ষ্য রেখে ঐ প্রতিযোগিতায় তার সম্মুখীন হওয়ার জন্য যদি কাদিয়ানে বরফের পাহাড় এবং কনকনে শীত থাকত তা সত্ত্বেও লাহোরে উপস্থিত হয়ে স্বর্গীয় নিদর্শন কাকে বলে তা দেখিয়ে দিতাম।"

(রুহানী খাযাইন ১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৪৮-৪৪৯, হাসিয়া আরবাঈন নং ৪ পৃষ্ঠা নং ১৭-১৮)

ফুটনোট, পুস্তিকা আঞ্জামে আথম

"আল্লাহতা'লা আমার আন্তরিক ও বাহ্যিক, আমার শারীরিক ও আত্মিক, আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে আল্লাহতা'লার অসংখ্য আশিষ রয়েছে, যা গণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর অপর দিকে আল্লাহতা'লা আমাকে মিথ্যাবাদীর ন্যায় ধ্বংসও করে নি। হে আল্লাহ ভীরু গণ! তোমাদের জন্য এই নিদর্শন কি যথেষ্ট নয়? আল্লাহতা'লা যৌবন কালে আমার উপর প্রাথমিক ওহী অবতীর্ণ করেছিল, যার সময়কাল ২০ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি । আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব রয়েছে যারা বয়সে আমার থেকে অনেক ছোট ছিল তারাও এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আল্লাহতা'লা আমার আয়ু বৃদ্ধি করেছে। আর প্রত্যেক বিপদের সময় আমার সাহায্য হয়েছে। অতএব যারা আল্লাহতা'লার উপর মিথ্যা প্রতিপাদন করে থাকে তাদের কি এই ধরণের নিদর্শন হয়ে থাকে? যদি এখনো মৌলভী সাহেবগণ আমাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করেন তাহলে সমাধানের আর একটি উপায় আছে। আর সেটি হল এই আমি আমার প্রকাশকৃত সমস্ত ইলহামকে নিয়ে মৌলভী সাহেবদের সাথে মোবাহেলা করতে চাই।

এইভাবে আমি আল্লাহতালার কসম খেয়ে বলছি যে, আমাকে ইলাহি বার্তা লাভের সৌভাগ্য প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের মধ্যে যে সকল কুসংস্কার বিরাজমান রয়েছে সেগুলিকে দূর করার জন্য এবং ক্রুশকে ধ্বংস করার জন্য সেই আল্লাহ আমাকে ১৪শত শতাব্দীর প্রারম্ভে ঈসার নামে নাম করণ করে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছে। "

(রুহানী খাযাইন ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৫০-৫১, আঞ্জামে আথম, পৃষ্ঠা নং ৫০-৫১)

"আমাদের প্রতিপক্ষ যে সকল বিপদে জর্জরিত, আল্লাহতা'লার অশেষ কৃপায় সে সমস্ত বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পেয়েছি। আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলতে পারি যে, মোবাহেলার পূর্বের যে সকল আধ্যাত্মিক ও পার্থিব আশিস ও রহমত আমার উপর নাজিল হয়েছিল, তার চেয়ে অধিক ও বরকত মোবাহেলার পর নাজিল হতে থাকে।"

(রুহানী খাযাইন ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১৪, জামিমা আঞ্জামে আথম, পৃষ্ঠা নং ৩০)

"যদি এই সমস্ত কথানুসারে কার্য না করা হয় তাহলে, কেউ অপপ্রচার এবং অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করবে না সবাই সবাইকে ভালো বাসবে, আল্লাহতা'লার শাস্তিকে ভয় করে সাধারণ মুসলমানদের মত আমাদের সাথে মেলামেশা করবে, প্রত্যেক প্রকারের অনিষ্ঠতা থেকে বিরত থাকবে বলে আমার এবং আমার জামাতের সাথে ৭ বৎসরের জন্য সন্ধি করা হোক এবং সন্ধির ৭ বৎসরের মধ্যে যদি আমি আমার পক্ষ থেকে আল্লাহতা'লার সাহায্য দ্বারা ইসলামের জন্য উল্লেখযোগ্য কার্য প্রকাশ করতে না পারি, যেমন মসীহের হাতে মিথ্যা ধর্মের বিনাশ ঘটবে বলে উল্লেখ আছে, অর্থাৎ যদি মিথ্যা ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় লাভ না হয়, মানব জাতি চতুর্দিক থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে, ত্রীত্ববাদের বিনাশ না হয় এবং পৃথিবীতে এক নতুন বিপ্লব সাধন না হয়,তাহলে আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি আমি নিজেকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করব। কিন্তু আমি যে মিথ্যাবাদী নই, আল্লাহতা'লা তা ভালোভাবে জানেন।"

(রুহানী খাযাইন ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১১-৩১৯, জামিমা আঞ্জামে আথম, পৃষ্ঠা নং ২৭-৩৫)

সুতরাং আব্দুল হক গজনবী এবং আব্দুল জব্বার ঔদ্ধত্য বশতঃ অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে মিথ্যা রটাচ্ছে। তাদের মুর্শিদ আব্দুল্লা সাহেবের বাণীর উপর দৃষ্টিপাত করা দরকার, অন্যথায় তারা ওসিয়্যত ভঙ্গকারী বলে গণ্য হবে। মৌলভী আব্দুল্লা সাহেব নিজের জীবদ্দশায় আমার নামে দুইটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন আর সেই সসমস্ত চিঠিতে কোরআনী আয়াতীয় ইলহাম লিখে আমাকে সুসংবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে, তুমি কুফরের উপর বিজয় লাভ করবে। অতঃপর মৃত্যুর পর আমার উপর প্রকাশ করা হয় যে, তিনি আমার দাবীর উপর সাক্ষী দিয়ে গিয়েছেন। আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, মৌলভী আব্দুল্লা সাহেব আমার দাবীকে শোনার পর আমার পক্ষে সাক্ষী স্বরূপ এই বলেছেন "আমার বিশ্বাস ছিল যে, এমন ব্যক্তি আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে আসবে।" তাঁর শব্দটি এ রূপ-

ولعنة الله على الكاذبين۔

(রুহানী খাযাইন ১১ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৪৩, জামিমা আঞ্জামে আথম, পৃষ্ঠা নং ৫৯)

পুস্তিকা, আসমানী ফয়সালা ২৮

“উল্লেখ থাকে যে, মিঞা নাজির হোসেন মুত্তাকীদের পথকে সম্পূর্ণ রূপে ত্যাগ করেছে। আমি দিল্লিতে তিনটি প্রচার পত্র জারি করেছি যার মধ্যে বার বার এই কথা উল্লেখ করেছি যে, আমি একজন মুসলমান এবং ইসলামের বিশ্বাসে পূর্ণ বিশ্বাসী। আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে সংবাদ পাঠিয়েছি যে, আমার কোন বক্তৃতায় বা পুস্তিকায় ইসলামি নিয়মের বিপরীত কোন ধারণা উপস্থাপন করিনি। আমি ইসলামী রীতি নীতির উপর মনের গভীর থেকে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি এবং ইসলামী নিয়মের বিপরীত রীতি নীতির উপর বিশ্বাস রাখি না। শুধু মাত্র প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত ধারণার কারণে তারা আমার উপর বিভিন্ন দোষারোপ করে থাকে।”

(রুহানী খাযাইন ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩১২, পত্রিকা আসমানী ফয়সালা পৃষ্ঠা নং ৩)

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ(আঃ) এই আধ্যাত্মিক প্রতিযোগিতার জন্য প্রত্যেক সুফি, পীর এবং আলেম সমাজকে আহ্বান করে বলেন-

“আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে স্বীকার করছি যে, যদি আমি এই প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হই তাহলে আমি প্রচার পত্রের মাধ্যমে ভুল পথে আছি বলে স্বীকার করব। ....এবং এই জলসায় স্বীকার করব যে, আমি আল্লাহতা’লার প্রেরিত পুরুষ নই, আমার সমস্ত দাবি মিথ্যা বলে গণ্য হোক। আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি, আল্লাহতা’লার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি জানি আল্লাহতা’লা কখনোই আমাকে ব্যর্থ করবে না।”

(রুহানী খাযাইন ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৩০, পত্রিকা আসমানী ফয়সালা পৃষ্ঠা নং ১৩)

হামামাতুল বুশরা

وإن إمامى سيد الرسل أحمدُ رضيناه متبوعا وربّى ينظُرُ

ووالله إنى قد تبِعتُ محمّدًا وفى كل آن مِن سناه أُنوَّرُ

নিঃসন্দেহে আমার পথ প্রদর্শনকারী সমস্ত রসূলদের সর্দার আহ্‌মদ।
আমি তার আনুগত্যতায় সন্তুষ্ট, আমার আল্লাহ লক্ষ্য করছে।

আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি মোহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারী, সর্বদা তাঁর জ্যোতি থেকে জ্যোতি আহরণ করছি।

(রুহানী খাযাইন,৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩৩১-৩৩২, হামামাতুল বুশরা, পৃষ্ঠা নং ১০৬-১০৭)

সুরমা চশমায়ে আরিয়া

"আমি সত্য বলছি, অযথা সময় নষ্ট করতে চাই না, কোর'আন শরীফের প্রাথমিক ১০ পৃষ্ঠা দ্বারা একত্ব বাদ যেভাবে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পায়, যদি কোন ব্যক্তি বেদের হাজার পৃষ্ঠা থেকে একত্ব বাদের প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমি বিশ্বাস করব, বেদে একত্ব বাদ রয়েছে। তারা আমাদের সামর্থ অনুযায়ী শর্ত রেখে তা পূরণের জন্য যেভাবে ফায়সালা করতে চায়, করতে পারে। কিন্তু আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদার কসম খেয়ে বলছি, বিশেষ করে কম বয়স্ক আর্যদেরও মনে রাখা অবশ্যই দরকার যে বেদে কোন একত্ব বাদের শিক্ষা নেই বরং প্রত্যেক জায়গায় মূর্তি পূজার যে শিক্ষার সংমিশ্রণ রয়েছে সে সম্পর্কে কোন ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারবে না। বেদের উপর থেকে পর্দা অচিরেই সরে যাবে। অতএব তোমরা আল্লাহতা'লাকে ভয় কর যার সামনে কোন কিছু গোপন নেই।"

('রুহানী খাযাইন' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২১৬, 'সুরমা চশমায়ে আরিয়া' পৃষ্ঠা নং ১৬৮)

"সমস্ত প্রশংসার পর আমি আল্লাহতা'লার ভক্ত আহমদ, পিতা মৃত মির্যা গোলাম মুর্তজা (বারাহীনে আহমদীয়ার লেখক), উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং অতি পবিত্র আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ে ধর্মীয় গবেষণায় ব্যয় করে প্রমাণ পেয়েছি যে, পৃথিবীতে শুধু মাত্র ইসলাম ধর্ম'ই সত্য এবং আমাদের সর্দার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহতা'লার মনোনিত ব্যক্তি ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রসূল এবং পবিত্র কোর'আন শরীফ নিদর্শন ও সত্যতায় পরিপূর্ণ। তার বর্ণনা অনুযায়ী আল্লাহতা'লা নিরাকার, পূর্ণ কুদরতের অধিকারী, সমস্ত গুণাবলীতে পরিপূর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ, সমস্ত সৃষ্টির শ্রষ্টা, সমস্ত অণু পরমাণু তারই সৃষ্টি, সত্যানুগত্যের ফল প্রদানকারী, ঈমানদারদের মুক্তি প্রদানকারী, অযাচিত দাতা, পরম করুণাময়, তওবা গ্রহণকারী, এছাড়াও কোর'আন শরীফে অন্যান্য সঠিকও সত্য ঐশী শিক্ষা ও গুণাবলী রয়েছে। আমি

কোর'আন শরীফের সমস্ত শিক্ষাকে মনে প্রাণে সত্য বলে জানি এবং তা বিশ্বাস করি।"

('রুহানী খাযাইন' ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৩০২-৩০৩, 'সুরমা চশমায়ে আরিয়া' পৃষ্ঠা নং ২৫২-২৫৩)

চশমায়ে মসিহী

"যাঁর হাতে আমার প্রাণ সুরক্ষিত আমি সেই পরমেশ্বরের শপথ করে বলছি- আমি আমার পবিত্র পরমেশ্বরের নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত হয়েছি এবং প্রায় প্রত্যহ-ই হচ্ছি। যিশু যে ঈশ্বরকে বলেছেন- 'তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে'। সেই ঈশ্বর আমাকে কখনো পরিত্যাগ করেন নি।"

('রুহানী খাযাইন' ২০ খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ২৫৩-৩০৩,'চশমায়ে মসিহী' পৃষ্ঠা নং ৩২)

নাসীমে দওয়াত

"সুধী পাঠক! আরশ সম্পর্কে মুসলমানদের এরূপ বিশ্বাস নেই যে, আরশ কোন একটি বস্তুর নাম বা কোন সৃষ্টি, যার উপর আল্লাহ্ বসে আছে। সমস্ত কোর'আন শরীফ অধ্যয়ন করলে আরশ কোন সীমিত বস্তু বা সৃষ্টি বলে উল্লেখ পাওয়া যাবে না। আল্লাহতা'লা বার বার বলেছে যে, প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা আমি'ই। আমার সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যেক জিনিস আমার ক্ষমতার অধীনে আছে। কিন্তু আরশ একটি বস্তু বলে কোথাও উল্লেখ নেই। আমি আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি, যার নাম নিয়ে মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কার্য, যদি কোন আর্য কোর'আন শরীফ থেকে আরশ একটি বস্তু বলে প্রমাণ করে দিতে পারে তাহলে আমি তাকে এক হাজার টাকা তাৎক্ষণিক পুরস্কার দেব। আমি পুনরায় নম্রতার সাথে বলছি যে, আল্লাহতা'লার উপর মিথ্যা কসম খাওয়া অভিশপ্তদের কাজ।

('রুহানী খাযাইন' ১৯ খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ৪৫৩-৪৫৪, 'নাসীমে দাওয়াত' পৃষ্ঠা নং ৮৪)

নুযুলুল মসীহ্

"যেহেতু আল্লাহতা'লা সর্ব শক্তিমান সুতরাং এটি তার ক্ষমতার অধীনে, সে যদি চায় তাহলে কোন ধর্মগ্রন্থের ভালো পংক্তি বা আয়াত আমার উপর ঐশী বাণীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করতে পারে। এটি আরবী ভাষা সম্পর্কে বলছি। কিন্তু কখনো কখনো আমার উপর এমন ভাষায় ইলহাম হয়ে থাকে, যে ভাষা আমি মোটেও জানি না। যেমন ইংরেজী, সংস্কৃত এবং ইবরানী ভাষা। 'বারাহীনে আহমদীয়া'তে এর কিছু উদাহরণও লেখা হয়েছে। আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে। আল্লাহতা'লা আমার উপর এভাবেই নিদর্শন অবতীর্ণ করে চলেছেন এবং সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় ইলহাম হওয়াটাও একটি বড় নিদর্শন।"

(রুহানী খাযাইন, ১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৪৩৫, নুযুলুল মসীহ, পৃষ্ঠা নং ৫৭)

আমি এর পূর্বেও বিশেষ ব্যাখ্যা স্বরূপ আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমার বিভন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছি এবং এখনো বলছি যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসীহ্ মাওউদ সম্পর্কে বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের কিতাবে যে বর্ণনা করেছেন, আমি'ই সেই প্রেরিত মসীহ মাওউদ। وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (আল্লাহতা'লা সাক্ষীর জন্য যথেষ্ট)

(লেখক মির্যা গোলাম আহমদ, ১৭ই আগষ্ট ১৮৯৯)
(আকায়েদ ও তালিমাত আহ্মদীয়াত, পৃষ্ঠা নং ১৩৪ থেকে সংকলিত)

"যে খোদা আমাকে পাঠিয়েছেন এবং যাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ, আমি তাঁর শপথ করে বলছি, তিনি আমকে মসীহ্ মাওউদ রূপে পাঠিয়েছেন। আমি যে ভাবে কুরআন শরীফের আয়াতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখি সেরূপ বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আমার প্রতি অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র প্রত্যেকটি পরিষ্কার ওহীর উপর ঈমান রাখি। এগুলোর সত্যতা অবিরাম নিদর্শনের দ্বারা আমার নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। আমি কা'বা গৃহে দাঁড়িয়ে শপথ করতে পারি যে, যেসব পবিত্র ওহী আমার নিকট অবতীর্ণ হয়, এগুলো সেই আল্লাহ্‌র বাণী যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)- এর প্রতি আপন বাণী প্রেরণ করেছিলেন।"

(রুহানী খাযাইন, ১৮ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২১০, এক গলতি কা ইযালা, পৃষ্ঠা নং ৩)

কেরামাতুস্ সাদিক্বীন

“আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি কাফির নই, **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ**’র উপর আমি পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ এর উপর আমি ঈমান রাখি। আল্লাহতা’লার যতগুলি পবিত্র নাম রয়েছে, কোর’আন শরীফের যতগুলি বর্ণ রয়েছে আর আল্লাহতা’লার নিকট হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যতগুলি কামালাত রয়েছে আমি উপরোক্ত বর্ণনার উপর তত বার কসম খেয়ে বলতে পারবো। আমার কোন বিশ্বাস আল্লাহ এবং রসূল (সাঃ) এর বর্ণনার বিপরীত নয়। যে ব্যক্তি আমার আমার সম্পর্কে এইরূপ ধারণা পোষণ করে থাকে, সে ভুল পথে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এখনো আমাকে কাফির বলে মনে করে সে মিথ্যার পথ অবলম্বন করছে। মনে রেখো মৃত্যুর পর তাকে জিজ্ঞেস বাদ করা হবে। আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি আল্লাহতা’লা এবং তাঁর রসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখি। যদি এই যুগের সমস্ত মানুষের ঈমান কে এক পাল্লায় তোলা হয় এবং আমার ঈমান কে অপর পাল্লায় তোলা হয় তাহলে আমার ঈমানের পাল্লা বেশি ভারী হবে।”

(রুহানী খাযাইন, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৮, কিরামাতুস সাদিকীন, পৃষ্ঠা নং ২৫)

তরিয়াকুল কুলুব

“আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি, যদি কোন পাষাণ হৃদয় খ্রীষ্টান, হিন্দু অথবা আর্য, আমার অতীতের সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করে থাকে এবং সে মুসলমান হওয়ার জন্য কোন নিদর্শন দেখতে চায়, তাহলে সে বাজে কথা না বলে কোন সংবাদ পত্রে এই বলে প্রকাশ করুক যে, সে এমন নিদর্শন যেটি মনুষ্য শক্তির বাইরে হবে, সেটিকে দেখে মুসলমান হবে। আমি পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলছি, সংবাদ পত্রে তার স্বীরারোক্তির দিন থেকে এক বৎসর অতিবাহিত হতে না হতেই নিদর্শন দেখতে পাবে। কেননা আমি তার জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়, যার জ্যোতিতে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জ্যোতির্ময় হয়েছিলেন।”

(রুহানী খাযাইন, ১৫ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৪০, তরিয়াকুল কুলুব, পৃষ্ঠা নং ৬-৭)

তোহ্‌ফা গোলড়বিয়া

“আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে আমার সত্যতা প্রকাশের জন্য আকাশ থেকে নিদর্শন সেই সময়ে প্রকাশ করেছে যখন মৌলভীরা আমাকে দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী এবং কাফির বলে আখ্যায়িত করেছে। আর আল্লাহতা’লা এই নিদর্শন সম্পর্কে বিশ বছর পূর্বে বারাহীনে আহমদীতে ভবিষ্যদ্বাণী রূপে অঙ্গীকার করেছিলেন।

قُلْ عِنْدِیْ شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُؤْمِنُوْنَ. قُلْ عِنْدِیْ شَهَادَةٌ مِنَ اللهِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ এদেরকে বলে দাও যে, আমার কাছে আল্লাহতা’লার একটি সাক্ষী রয়েছে, তোমরা কি সেটিকে মান্য করবে? অতঃপর তুমি বলে দাও যে, আমার কাছে আল্লাহতা’লার একটি সাক্ষী রয়েছে, তোমরা কি সেটিকে মান্য করবে? যদিও আমার সত্যতার সাক্ষীর জন্য আল্লাহতা’লার পক্ষ থেকে অনেক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। একশত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার উপর কয়েক লক্ষ মানুষ সাক্ষী রয়েছে। কিন্তু এই ইলহামে সেই ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ নির্দষ্ট করণের জন্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আদম(আঃ) এর সময় থেকে আজও পর্যন্ত এইরূপ নিদর্শন কাউকে দেওয়া হয় নি। আমি কাবা শরীফে দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে, এই সমস্ত নিদর্শন শুধুমাত্র আমার সত্যতা প্রকাশের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে। কোন এমন ব্যক্তির জন্য নয়, যার বিরোধিতা হয় নি, যাকে অস্বীকার করা হয় নি, যার উপর মিথ্যাবাদী, কাফির, ফাসিক বলে ফতোয়া দেওয়া হয় নি। এমনি ভাবে আমি কাবা শরীফে দাঁড়িয়ে কসম খেয়ে বলতে পারি যে, উপরোক্ত নিদর্শনের দ্বারা শতাব্দীর নির্দিষ্ট করণ করা হয়েছে।”

(রুহানী খাযাইন,১৭ খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ১৪৩,তোহ্‌ফা গোলড়োবিয়া,পৃষ্ঠা নং ৩৩)

কিতাবুল বারিয়া

محمد است امام و چراغ بر دو جہاں
محمد است فروزندۂ زمین و زماں
خدا نہ گویمش از ترسِ حق مگر بخدا
خدا نماست وجودش برائے عالمیاں

অনুবাদ :-

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) দুই জগতের ইমাম এবং দুই জগতের জ্যোতি। গগন ও বসুন্ধরা তার আলোতে আলোকিত হয়েছে।

আল্লাহতা'লার ভয়ের কারণে তাকে আল্লাহ বলতে পারবো না। কিন্তু আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহতা'লার গুণে গুণান্বিত একজন মহাপুরুষ।

(রুহানী খাযাইন, ১৩ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫৭, কিতাবুল বারিয়া, পৃষ্ঠা নং ১২৯)

আল হাকাম, ৩১শে মে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ

"আমি আল্লাহতা'লার কসম খেয়ে বলছি যে, আমার সত্য উদ্দীপনা এটাই, আমি সমস্ত সৌন্দর্যময় গুণাবলী সহ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দিকে প্রত্যাবর্তণ করার জন্য মন প্রাণ দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আল্লাহতা'লার একত্ব বাদ এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক এটিই আমার যাবতীয় আনন্দের উৎস এবং আগমনের উদ্দেশ্য। আর আমার বিশ্বাস যে, সমস্ত প্রসংশা সূচক বাক্য আল্লাহতা'লা আমার সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আসলে তা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর দিকেই প্রত্যাবর্তণ করে। এই কারণে আমি তার একজন দাস মাত্র। আমি তারই নবুয়তের আলোতে আলোকিত। স্বাধীন রূপে আমার কিছুই অস্তিত্ব

নেই। আর আমি বিশ্বাস করি যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর কল্যাণ লাভ ছাড়া স্বতন্ত্র রূপে কেউ নবুয়ত পেতে পারে না। যদি কেউ এরূপ দাবি করে তাহলে সে একজন মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে। এখন আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট করণ হয়ে গিয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর আনুগত্যতা ব্যতীত আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা পাওয়া অসম্ভব।

(আল হাকাম, ৩১শে মে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ)

আহমদী পকেট বুক (প্রথম খণ্ড)

কাজী মোহাম্মদ নজির সাহেব ফাজিল

আল্লাহতা'লা ইহুদিদেরকে উদ্দেশ্যে বলেছে যে, :-

قُلْ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ
مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

(সূরা জুমআ : ৭)

অনুবাদ : হে রসূল বলে দাও! হে মানব জাতি! তোমাদের মধ্যে যারা ইহুদি ধর্ম অবলম্বন করেছ, যদি তোমরা আল্লাহতা'লার প্রিয় পাত্র এবং সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমরা মৃত্যুর আশা করো।

এই কথার দ্বারা প্রকাশ পাবে যে, মৃত্যুর আকাঙ্খা পোষণকারী যদি মৃত্যুর আশা করার পরে অতি শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করা থেকে রক্ষা পায় তবে এটি সত্যতা প্রকাশের একটি দলিল হবে এবং কেউ যদি অজ্ঞতাবশত নিজেকে আল্লাহতা'লার প্রিয় বলে মনে করে তাহলে তার মৃত্যু নিদর্শন হয়ে থাকে। যেমন আবু জেহেল বদরের যুদ্ধে এই দোয়া করেছিল যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে তাকে

এই জায়গায় মৃত্যু দিয়ে দাও। সুতরাং সে বদরের যুদ্ধে মারা গিয়ে ইসলামের সত্যতার পক্ষে একটি জ্বলন্ত নিদর্শনে পরিণত হয়।

যারা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) কে মিথ্যাবাদী এবং নিজেদেরকে সত্যবাদী বলে মনে করে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসে নিজেদের মৃত্যুর দোয়া করছে, তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে এসেছেন সেটি জনসাধারণকে বোঝানোর জন্য এই দোয়া করেন-

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

اے رحیم و مہربان و رہنما		اے قدیر و خالق ارض وسما
اے کہ از تو نیست چیزے مستتر		اے کہ میداری تو بردلہانظر
گر تو دید استی کہ ہستم بدگہر		گر تومے بینی مرا پُر فسق و شر
شاد کن، ایں زمرۂ اغیار را		پارہ پارہ کن من بدکار را
ہرمرادِ شاں بفضلِ خود برآر		بر دل شاں ابررحمت ہاببار
دشمنم باش و تبہ کن کارمن		آتش افشاں بردرودیوارِ من
قبلۂ من آستانت یافتی		ور مرا از بندگانت یافتی
کز جہاں آں راز را پوشیدۂ		در دل مَن آں محبت دیدۂ
اند کے افشاء آں اسرار کن		بامن از روئے محبت کارکن

(حقیقۃ المہدی صفحہ 1۔ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 434)

অনুবাদ :-

হে সর্ব শক্তিমান, গগন ও ভূবনের সৃষ্টিকারী, হে অশেষ কৃপাকারী, দয়ালু এবং পথ প্রদর্শক।। তুমি অন্তর্যামী, তোমার কাছে কোন জিনিস লুক্কায়িত নয়, তুমি যদি আমাকে তোমার আদেশ অমান্যকারী রূপে পেয়ে থাক, আর আমার

বংশ যদি খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে আমার মত পাপীকে ছিন্নভিন্ন করে দাও এবং আমার প্রতিপক্ষকে খুশি প্রদান কর, তাদের অন্তরে রহমত অবতীর্ণ কর। তোমার অশেষ কৃপার দ্বারা তাদের প্রত্যেক আশাকে পূর্ণ কর। আমার বাড়িতে অগ্নিকুণ্ড বর্ষণ কর, আমার সাথে শত্রুর ন্যায় ব্যবহার কর এবং কাজ গুলোকে নষ্ট করে দাও। আর যদি আমি তোমার আনুগত্যকারী হয়ে থাকি, আর যদি আমার অন্তরে সেই ভালোবাসা থেকে থাকে যার ভেদ থেকে পৃথিবী বাসী অজ্ঞ, তাহলে আমার সাথে ভালোবাসামূলক ব্যবহার কর এবং গোপন রহস্য থেকে কিছু রহস্য মানুষের কাছে প্রকাশ কর।।

এই দোয়ার পর হযরত মির্যা সাহেবের হাতে অনেক নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহতা'লা মির্যা সাহেবকে পৃথিবীতে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং তাকে ধ্বংস করার পরিবর্তে সর্ব দিক থেকে তাঁকে বিজয় দান করেছেন এটি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য একটি বড় নিদর্শন।

(আহমদীয়া পকেটবুক, ১ম খণ্ড থেকে সংকলিত, সংকলক: কাজী মোহাম্মদ নজীর সাহেব ফাজিল)

মহত্ত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী
ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যত
মহা বিজয়ের দিন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন :-

"খোদাতা'লা আমাকে বারবার জানিয়েছেন যে, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত করবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করে দেবেন। তিনি আমার অনুসরণকারীগণের সঙ্ঘকে সারা জগতে বিস্তৃত করবেন এবং তাদেরকে সকল জাতির উপর জয়যুক্ত করবেন। আমার অনুসরণকারী এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও তত্ব-দর্শিতা লাভ করবে যে, তারা স্ব স্ব সত্যবাদীতার জ্যোতিতে এবং যুক্তিপূর্ণ প্রামণ ও নিদর্শনাবলীর প্রভাবে সকলের মুখ বন্ধ করে দেবে। সকল জাতি এই ঝর্ণা হতে তৃষ্ণা নিবারণ করবে এবং আমার সঙ্ঘ ফুলেফলে সুশোভিত হয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং অচিরে সারা জগৎ ছেয়ে ফেলবে।

বহু বিঘ্ন দেখা দেবে এবং পরীক্ষা আসবে কিন্তু খোদা সেগুলোকে পথ হতে অপসারিত করে দেবেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে। খোদা আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে, **"তোমার উপর আশিসের পর আশিস বর্ষণ করতে থাকব॥ এমন কি সম্রাটগণ পর্যন্ত তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে"**।

অতএব হে শ্রোতাগণ! এই কথাগুলি স্মরণ রেখো এবং এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি নিজ নিজ সিন্দুকে সুরক্ষিত করে রাখ। এটা খোদার বাণী । একদিন এটি পূর্ণ হবেই হবে।"

(রুহানী খাযাইন,২০ খণ্ড,পৃষ্ঠা নং ৪০৯,তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া,পৃষ্ঠা নং ২১)

অন্য জায়গায় বলেন :

"হে মানব মন্ডলী! শুনে রাখ! এটি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী-যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তিনি নিজের এই জামাতকে সকল দেশে বিস্তৃত করে দিবেন এবং হুজ্জত ও সত্য-মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল দ্বারা সকলের উপর তাদের বিজয় দান করবেন। ঐ দিন আসছে বরং ঐ দিন কাছে যখন পৃথিবীতে কেবলমাত্র এই ধর্ম হবে যাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। খোদা এই ধর্মকে এবং এই জামাতকে উচ্চ মর্যদা ও অসাধারণ আশিসে বিভূষিত করেবন এবং যে এই জামাতকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তা করবে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া হবে। এই বিজয় চিরকাল কায়েম থাকবে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকবে।.....এরপর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না, যখন ঈসা(আঃ) এর অপেক্ষাকারীরা, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে এবং একই। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন এটা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ একে প্রতিহত করতে পারবে না।"

(রুহানী খাযাইন, ২০ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ৬৬-৬৭, তাযকিরাতুশ শাহাদাতেঈন, পৃষ্ঠা নং ৬৪-৬৫)

সত্য দাবির চ্যালেঞ্জ

"যদি সারা বিশ্বের জাতিসমূহ আমার মোকাবিলায় একত্রিত হয়ে যায় এবং এ বিষয়ে পরীক্ষা হয় যে, খোদা কাকে অদৃশ্যের সংবাদ দেন, কার দোয়া কবুল করেন, কাকে সাহয্য করেন এবং কার জন্য বড় বড় নিদর্শন দেখান, তবে আমি

খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমিই বিজয়ী থাকবো। কেউ কি আছে যে, এই পরীক্ষায় আমার মোকাবিলায় আসবে। হাজার হাজার নিদর্শন খোদা কেবল এ জন্যই আমাকে দিয়েছেন যাতে শত্রুরা জানতে পারে যে, ইসলাম ধর্ম সত্য। আমি নিজের জন্য কোন মর্যদা চাই না, বরং তাঁর মর্যাদা চাই যাঁর জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।”

(রুহানী খাযাইন, ২২ খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ১৮১, হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা নং ১৭৬)

প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ

“আমি আল্লাহতা’লার কসম খেয়ে বলছি, আমি তাকে দেখছি, পৃথিবীবাসী আমাকে চিনতে পারে নি । কিন্তু আল্লাহতা’লার আস্তানায় আমার সম্মান রয়েছে। এটি প্রতিপক্ষের ভুল ধারণার কারণে দুর্ভাগ্য বশত তারা আমার ধ্বংস চায়। কিন্তু আমি এমন একটি গাছ যাকে প্রকৃত মালিক বপন করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাকে ধ্বংস করতে চাইবে তার অবস্থাও কারুণ, ইহুদা আস্কারিয়তি এবং আবু জেহেলের ন্যায় হবে। আমি ক্রন্দন রত হৃদয়ে অসংখ্য বার সবাইকে নবুয়তের পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতার জন্য ডেকেছি কিন্তু ঐশী নিদর্শন দেখার জন্য কেউ আসে নি। প্রতিযোগিতার ময়দানে আসাটা কোনও নপুংসকের কাজ নয়। হ্যাঁ পাঞ্জাব অধিবাসী গোলাম দস্তগীর কাফিরদের লস্করের একজন সদস্য, এসেছিল। কিন্তু এখন তার অনুরূপ আর কেউ আসেনি এবং আসবেও না। হে মানব জাতি ! আমার উপর এমন শক্তির হাত রয়েছে, যে শেষ পর্যন্ত আমাকে সাহায্য করতে থাকবে। যদি তোমরা পুরুষ, মহিলা, যুবক, বৃদ্ধ, ছোট এবং বড় সবাই একত্রিত হয়ে আমার ধ্বংসের জন্য দোয়া কর, এমন কি সেজদা করতে করতে নাক ক্ষয় করে দাও এবং হাত যদি অবশ হয়ে যায়,তথাপিও আল্লাহতা’লার কাছে তোমাদের দোয়া গ্রহণযোগ্য হবে না। এইরূপ ইলাহী কার্য ততদিন অব্যাহত থাকবে যতদিন না পর্যন্ত তার কার্য পূর্ণ হবে। যদি কোন ব্যক্তি আমার সাহায্য না করে, এমন অবস্থায় আল্লাহতা’লার ফেরেস্তা আমার সাহায্য করবে। যদি তোমরা সাক্ষী লুক্কায়িত করো তাহলে প্রস্তর আমার জন্য সাক্ষী দেবে। সুতরাং নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার কোরো না, কেননা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর কথার মধ্যে পার্থক্য হয়ে’ই থাকে। আল্লাহতা’লা প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা না করে ক্ষান্ত হন না।

(রুহানী খাযাইন, ১৭ খণ্ড পৃষ্ঠা নং ৩৯৯-৪০০, আরবাঈন নম্বর ৩, পৃষ্ঠা নং ১৪-১৫)

পরিশিষ্ট

পুস্তকে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষার টীকা

তবলীগ (পৃষ্ঠা : ৩) ঃ দীনের প্রচার ।

ইবনে মাজাহ্ (পৃষ্ঠা : ৪) ঃ হাদীস গ্রন্থের ছয়টি সহীহ্ হাদীসের মধ্যে একটি হল 'ইবনে মাজাহ্' ।

নাযির দাওয়াত ও তবলীগ (পৃষ্ঠা : ৮) ঃ সেক্রেটারী, তবলীগ ও প্রচার বিভাগ।

বিসমিল্লা হির রাহ্মানির রাহীম (পৃষ্ঠা : ৯) ঃ

অর্থ - আল্লাহর নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময়।

নাহ্মাদুহু নুসাল্লী আ'লা রাসূলিহিল করীম ওয়া আ'লা আ'বদিহিল মসীহিল মাওউদ (পৃষ্ঠা : ৯) ঃ

অর্থ - আমরা তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করি এবং সেই সম্মানীয় রসূলের প্রতি শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি আর শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি সেই প্রতিশ্রুত দাস মসীহির প্রতিও।

শরীয়ত (পৃষ্ঠা : ৯) ইসলামী অনুশাসন, যার ভিত্তি হল কোরআন, হাদীস (হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত বাণী) এবং সুন্নত (হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর মুখ নিঃসৃত বাণীর ব্যবহারিক প্রয়োগ)

ক্বিবলা (পৃষ্ঠা : ১০) ঃ ক্বিবলা হলসেই কেন্দ্র যার দিকে মুখ করে মুসলমানরা প্রত্যহ নামায পড়ে।

নূরুল হক (পৃষ্ঠা : ১০) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'সত্যের জ্যোতি'।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (পৃষ্ঠা : ১২) ঃ

অর্থ - আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল বা প্রেরিত পুরুষ।

খোদা কে ফযল আউর রহম কে সাথ (পৃষ্ঠা : ১৪) ঃ আল্লাহতা'লার অনুগ্রহ ও কৃপার সহিত।

স্বাধীন নবুওয়ত (পৃষ্ঠা : ১৬) ঃ যখন আল্লাহতা'লা কারও কোন প্রকার আনুগত্য ছাড়াই সরাসরি কাউকে নবী রূপে প্রেরণ করেন তখন তিনি স্বাধীন নবী এবং তাঁর নবুওয়ত স্বাধীন নবুওয়ত।

আসওয়াদ আনিস (পৃষ্ঠা : ২২) ঃ একজন মিথ্যা নবীর দাবীকারক।

শির্কাতুল ইসলামীয়া (পৃষ্ঠা : ২৩) - এটি আহ্মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি প্রকাশনী বিভাগ।

তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া (পৃষ্ঠা : ২৩) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'ঐশী বিকাশ' ।

কেরামাতুস্ সাদেক্বীন (পৃষ্ঠা : ৩১) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'সত্যায়নে অলৌকিক কার্যাবলী'।

বারাকাতুদ্ দোয়া (পৃষ্ঠা : ২৬) ঃ দোয়ার কল্যাণ সমূহ।

সনাতন ধর্ম (পৃষ্ঠা : ২৭) ঃ বর্তমানে যা হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিত, সনাতন ধর্ম হল তারই প্রাচীন অথবা মূল নাম। সনাতন মানে 'শাশ্বত' এবং ধরম মানে 'ধর্ম'।

আরবাঈন (পৃষ্ঠা : ২৮) ঃ 'আরবাঈন' হল হজরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি পুস্তক। 'আরবাঈন' এর অর্থ চল্লিশ। প্রতিশ্রুত মসীহ্ বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি ও অভিযোগ সম্পর্কিত ৪০টি বিজ্ঞাপনের জবাব জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করেন।

আসমানী ফায়সালাহ্ (পৃষ্ঠা : ৩১) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'স্বর্গীয় মীমাংসা'।

হামামাতুল বুশরা (পৃষ্ঠা : ৩১) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'সুসংবাদবাহী পায়রা'।

সুরমা চশমায়ে আরিয়া (পৃষ্ঠা : ৩২) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক, যেখানে তিনি (আঃ) জোরালো যুক্তির মাধ্যমে আর্য সমাজীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ দেখিয়েছেন।

নাসীমে দাওয়াত (পৃষ্ঠা : ৩৩) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'প্রভাতী হাওয়ার আমন্ত্রণ'।

চশমায়ে মসীহি (পৃষ্ঠা : ৩৩) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক যার অর্থ 'খ্রীষ্টান ধর্মতত্ব'।

তারিয়াকুল কুলুব (পৃষ্ঠা : ৩৫) ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক।

কিতাবুল বারিয়াহ (পৃষ্ঠা : ৩৭) ঃ ইহা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রচিত একটি উর্দু পুস্তক । যার মধ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর বিরুদ্ধে পাদ্রী মাটিন ক্লার্ক আনীত একটি কোর্ট কেসের যথার্থতা প্রকাশিত হয়েছে।

আল হাকাম (পৃষ্ঠা : ৩৭) ঃ যে দুটি উর্দু পত্রিকা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বাহুর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন তন্মধ্যে একটি 'আল হাকাম'।